পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার
(তথ্যপুস্তক)

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

বিষয় : পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

লেখক

ড. উত্তম কুমার দাশ
ড. দিলরুবা সুলতানা
লিটন দাস
রেজিনা আকতার
তুষার কান্তি বিশ্বাস
মো. দেলোয়ার হোসেন
মো: দুলাল মিয়া
মো. শরীফ উল ইসলাম
নিশাত জাহান জ্যোতি

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

সম্পাদক

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

রেজিনা আকতার
শিক্ষা আফিসার প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

ড. দিলরুবা সুলতানা
সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মুখবন্ধ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। পরিবর্তীত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। অর্থাৎ শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা দরকার। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত ডিপিএড (ডিপে-মা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিও চলমান রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল কাজ হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশি-ষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্ড়বায়ন করা। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমের যেমন ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্ড়কেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ) বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকটা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনধর্মী। এই প্রশিক্ষণে মোট চারটি মডিউল রয়েছে এবং সেগুলো উন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রথমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে মাঠ পর্যায় থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ডের বিশেষজ্ঞ, বেড়ু'র বিশেষজ্ঞ, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউআরসি/টিআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষকদের অংশগ্রহণে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে মিল রেখে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বা শিখন স্ড়ম্ভ নির্ধারণ করা হয় এবং শিখন স্ড়ম্ভের সাথে নির্বাচিত প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ড় করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় খসড়া প্রণীত মডিউলসমূহের উপর আলোচনা হয় এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহ চূড়ান্ড় করা হয়।

এই প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ড় পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলা মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করে আসছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি প্রত্যাশা করছি পরিকল্পিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ) বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ভিত বিনির্মিত হবে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উলে-খযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারে নি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্ড়ক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

পরিমার্জিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ড় হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উলে-খ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা বিষয়ের ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ড় খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মড্যুলটিও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মড্যুলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মড্যুলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরচত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ মড্যুল প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানুয়াল পরিচিতি

প্রতিফলন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা সংক্রান্ড় বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বহুমুখী উৎস সম্বলিত প্রকৃত পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তাদের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করা বা বাড়ানোর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। প্রতিফলন অনুশীলন বর্তমানে সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এর ব্যবহারযোগ্যতা আরও প্রসারিত হয়ে যেকোন কাজ ভালোভাবে সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে যদি এটা সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, শিখন কখনও প্রতিফলন ছাড়া সম্পূর্ন হয় না এবং প্রতিফলনের অভিজ্ঞতাই পরবর্তী শিখনের ভিত্তি যোগায়। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যেখানে তাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং যেখানে সঠিক ও কার্যকরী শিখন মনে হয় সেখানে প্রতিফলন অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রতিফলন অনুশীলন একেবারে মৌলিক স্ড়র থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন একজনের নিজস্ব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সহায়তা করে।

প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ প্রশিক্ষণ সহায়িকার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রতিফলনমূলক শিক্ষণের ধারণা লাভ এবং নিজ অবস্থান নির্ধারণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন করা;
- অধিক প্রতিফলিত শিক্ষক হওয়ার বিভিন্ন কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করা;

প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিফলনমূলক শিক্ষণ অনুশীলনে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারা।

তথ্যপুস্তক ব্যবহার নির্দেশিকা

এ তথ্যপুস্তকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করবেন। প্রদত্ত তথ্যপুস্তকটি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় বিন্যস্ত। এতে অধিবেশনের শিরোনাম, অধিবেশন শিখনফল, তথ্যপত্র, কর্মপত্র, কেস স্টাডি ও তথ্যসূত্র সন্নিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, চাহিদা এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষক অন্যান্য কৌশল, পদ্ধতি ও উপকরণ সংযোজন করতে পারেন। বিশেষ করে আইসিটি ও ইন্টারনেট এর কৌশলগত ব্যবহার বাড়িয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা যেতে পারে।

পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার বিষয়কে অংশগ্রহণমূলক এবং এর বাস্তবায়ন সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তথ্যবহুল কৌশল, হাতে কলমে ব্যবহারিক কাজ করে দক্ষতা অর্জনে সুযোগ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ডিভিও প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয়সহ হাতে কলমে অনুশীলন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ তথ্যপুস্তকটি তিনটি পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়:

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্ত,ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রদত্ত সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নিবেন্ এতে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজ হবে।
- অধিবেশন চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়:

- অধিবেশন শেষ করার প্রাক্কালে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন লিখে রাখবেন। এ লেখার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা, নিজের অবস্থান ও অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত কোন ভালো মতামতের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোন নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচিন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এ বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও আপনার দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় পর্যায়:

- তথ্যপুস্তকটি প্রশিক্ষণকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃস্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য করবেন। শিখন শিখানোর পূবে পাঠের ধরন অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	শিক্ষকতা পেশার ধারণা ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ, অনুভূতি ও আগ্রহ সৃষ্টি	১-৩
২	শিরোনাম : শিক্ষকমান ধারণা, মানসমূহ ও শিক্ষকমান অর্জনের উপায়	৪-৯
৩ ও ৪	শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ	১০-২১
৫	শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ধারণা ও ক্ষেত্রসমূহ	২২-২৩
৬	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ	২৪-২৭
৭	শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও ইতিবাচক মনোভাব	২৮-৩৮
৮	শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৯
৯	শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিতভাবে পালনে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা	৪০-৪১
১০	পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি	৪২-৪৩
১১	পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার চর্চা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি	৪৪-৪৯
১২	পেশাগত দায়িত্ব পালনে সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building) এবং সম্পর্ক স্থাপন কৌশল	৫০-৫২
১৩	জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ধারণা, গুরুত্ব ও করণীয়	৫৩-৫৪

সহায়ক তথ্য ০১:	শিক্ষকতা পেশার ধারণা ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ অনুভূতি ও আগ্রহ সৃষ্টি

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১. শিক্ষকতা পেশার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
২. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ ও অনুভূতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, আলোচনা, একাকী কাজ ও অন্যান্য।

পেশার ধারণা

'পেশা' বা 'profession' একটি সুপরিচিত শব্দ। সাধারণভাবে জীবনধারণ বা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হলেও সকল জীবিকা নির্বাহের উপায় পেশা নয়। কেননা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে বলা হয় বৃত্তি বা occupation। কোনো বৃত্তি তখনই পেশার মর্যাদা লাভ করবে যদি তার সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য, পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। এদিক থেকে সকল পেশাকেই বৃত্তি বলা গেলেও সকল বৃত্তিকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায় না। যেমন– রিক্সাচালক হচ্ছেন বৃত্তিজীবী এবং ডাক্তার হচ্ছেন পেশাজীবী। সকল পেশারই পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

বৃত্তি

বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'occupation'। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বুঝানো হয়। যার জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন– কুলি, মজুর, রিক্সাচালনা, ঘরের কাজ, গৃহপরিচারিকার কাজ ইত্যাদি হচ্ছে বৃত্তির উদাহরণ। বৃত্তিজীবীরা ইচ্ছে করলেই তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন– একজন সক্ষম ভিক্ষুক ইচ্ছে করলেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে রিক্সা চালাতে পারে।

পেশা

বাংলা পেশা মূলত একটি ফারসি শব্দ। অন্যদিকে পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Profession'। যার অভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায় বা পন্থা পেশা নয়। যেমন– রিক্সাচালক ও ডাক্তারের কাজ উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও রিক্সচালকের কাজ বৃত্তি এবং ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং পেশা বলতে

বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পনড়ব বৃত্তিকে বোঝায়, যা সাধারণত জনকল্যাণমূখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য

পেশা (profession) বলতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝানো হয়। প্রতিটি পেশার পেশাগত নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধ থাকে যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে। অন্যদিকে, বৃত্তি (occupation) বলতে জীবন নির্বাহের সাধারণ উপায়কে নির্দেশ করে যার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পেশার জন্য নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ড় প্রয়োজন। পেশার সামাজিক উনড়বয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। অন্যদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিটি পেশা পরিচালিত হয়। এসব নীতিমালা ও মূল্যবোধ পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদন্ড বা মূল্যবোধর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখীতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যক। তবে বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেননা তা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি; সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা নাও পেতে পারে। কোনো পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন– একজন প্রকৌশলী ইচ্ছা করলেই চিকিৎসক হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিনমজুর ইচ্ছা করলে রিক্সচালক হতে পারবেন। পেশার সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি জড়িত হলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিষয়টি ততটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, "প্রত্যেক পেশাই বৃত্তি, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিই পেশা নয়।"

পেশার বৈশিষ্ট্য/মানদন্ডসমূহ

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোনো বৃত্তি (occupation) পেশার (profession) মর্যাদা অর্জন করেছে কি না তা যেসব বৈশিষ্ট্যেও আলোকে মূল্যায়ন করা হয় সেগুলোকে পেশার মানদন্ড বলা হয়।

১. সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি : প্রত্যেকটি পেশারই সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হয়। সে জ্ঞান হবে

প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য এবং যা অর্জিত, গঠিত ও বিকশিত হয়। পেশাগত সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে।

২. বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য : পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্ড়বে প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন আবশ্যক। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, জ্ঞানকে বাস্ড়বে প্রয়োগ করার দক্ষতা

ও নৈপূণ্যতা অর্জন করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তির এরূপ দক্ষতা অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার নৈপূণ্য একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রμয়ার মধ্যে দিয়ে আসে।

৩. পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা : পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উনড়বয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্বের সাথে পেশাগত জবাবদিহিতা বিষয়টিও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। যে কোনো পেশার উনড়বয়ন ও বিকাশ যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত।

৪. পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ : পেশা নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্ভর হয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করে। এছাড়া পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই বৈশিষ্ট্য একান্ড় আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৫. পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন : পেশাগত নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্ড়র্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা উলে-খযোগ্য। পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উনড়বয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পেশাগত সংগঠন পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত।

৬. সামাজিক স্বীকৃতি : রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই স্বীকৃতি সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৭. জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা : জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বান্ড়বে প্রয়োগ করে থাকে। তাই জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জনকল্যাণমুখীতা ও উপাজনশীলতার দিকটি লক্ষণীয়।

৮. ঐতিহাসিক পটভূমি ও বান্ড়বমুখী জ্ঞান : পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই বান্ড়বমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। এছাড়া প্রত্যেক পেশার পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পর্যায়μমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিটি পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ডের আলোকে কোনো বৃত্তি বা জীবিকা পেশা কি না তা নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য এগুলোকে পেশার মানদন্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সহায়ক তথ্য ০২ শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহকারীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
খ. শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।
গ. শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ অনুধাবনপূর্বক আত্তীকরণ করতে পারবেন।
ঘ. শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ আত্তীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও সংশি-ষ্টদের প্রভাবিত করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রতিফলন, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, একক কাজ ও অন্যান্য

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধ হলো এমন কতিপয় মৌলিক বিশ্বাস যা ব্যক্তির মনোভাব ও কাজকর্মকে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ কোন ধরনের কাজ আমাদের করা উচিত বা উচিত নয় তা মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-১.মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি; ২. মূল্যবোধ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে; ৩. মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান; ৪. মূল্যবোধ মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করে; ৫. মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত, অলিখিত ও আপেক্ষিক প্রত্যয়; ৬. মূল্যবোধের কোনো সর্বজনীন রূপ নেই– সমাজ ও সময়ভেদে পরিবর্তনশীল।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মানদণ্ড যা সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রনে আরোপিত হয়। যেমন,আমাদের সমাজে ছোটরা বড়দের সম্মান প্রর্দশন করে সালাম দেয়। তদ্রুপ প্রত্যেক পেশায় কতগুলো মূল্যবোধ রয়েছে যা পেশাদার ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। পেশাগত মূল্যবোধ প্রতিটি পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পেশার উদ্দেশ্য ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মূল্যবোধ পেশাগত কার্যক্রমকে স্বক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে পেশাগত মূল্যবোধ। পেশাগত মূল্যবোধ এক পেশাকে অন্য পেশা থেকে পৃথক সত্ত্বা দান করে।

শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহ

শিক্ষকতা পেশাকে মহান, আদর্শ, সম্মানিত ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয়ে থাকে। সমাজের দৃষ্টিতে শিক্ষকগণই হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। ব্যক্তি জীবনে তাঁরা ন্যায় ও নীতির চর্চা করবেন, শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত চিন্তা আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন, সকল সমাজ এমনটাই আশা করে। যাঁরা এই মাপকাঠিতে পড়বেন না, তাঁদের যে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করা উচিত নয়, সমাজ তাঁদের তা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষকতা এখনও আমাদের সমাজে একটি সম্মানিত পেশা। উন্নত বিশ্বে শিক্ষকতা পেশাকে শ্রেষ্ট পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কেননা এ পেশার সঙ্গে আদর্শ, সততা, নৈতিকতা ইত্যাদি অন্যান্য পেশার তুলনায় বেশি মাত্রায় জড়িত। একজন শিক্ষক হচ্ছেন 'রোল মডেল' যাঁর আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করেন। একজন সফল শিক্ষক সবসময় পেশাগত মূল্যবোধসমূহ অনুসরণ করে কার্য পরিচালনা করেন। শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধ সমূহ হলো-মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীর সামর্থের মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, শিক্ষার্থীকে তার প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান, সামাজিক ন্যায়-বিচারের অঙ্গীকার, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন,অন্যের নিকট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রচারের সদিচ্ছা। তবে আমাদের দেশে প্রস্তাবিত শিক্ষকমান-২০২১ এ শিক্ষকতা পেশার মূল্যবোধসমূহকে ৬টি মোটা দাগে চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হলো।

পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

(ক) সমতার প্রতি অঙ্গীকার	২৫. বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পুর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রতি অঙ্গীকার (যেমন: একীভূত শিক্ষা, অটিজম, ন্যায় পরায়নতা এবং সমতা ইত্যাদি) প্রদর্শন করা।	২৫.১ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থান ও ভাষাগত ভিন্নতা নির্বিশেষ সকল পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করেন।	২৫.১.১ বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে দক্ষতার সাথে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে। ২৫.১.২ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং শিখনে মনোযোগী থাকে।
		২৫.২ ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, ভিন্নভাবে সক্ষম অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করতে পারা।	২৫.২.১ শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদার আলোকে শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে। ২৫.২.২ সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, ধনী-দরিদ্র, লিঙ্গ, ইত্যাদি সব ধরণের শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে সমান সুযোগ পায়। ২৫.২.৩ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদার আলোকে বসার সুযোগ পায়।
		২৫.৩ প্রত্যেক শিশুর ব্যাক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করে তাদের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারা।	২৫.৩.১ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান থাকায় শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং প্রতিটি ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ২৫.৩.২ প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে বন্ধুত্বসূলভ আচরণ করে। ২৫.৩.৩ শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে পছন্দ করে।

			২৫.৩.৪ বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হয়। ২৫.৩.৫ সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু শিখনে তাদের পারদর্শিতা প্রকাশ করে।
(খ) চিন্ড়া অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন	২৬. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ, অনুচিন্ড়া ও সক্রিয় অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।	২৬.১ শিখন-শেখানো দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের (আত্ম-মূল্যায়ন,এ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি, কেস স্টাডি ইত্যাদি) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা।	২৬.১.১ শিখন-শেখানো দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্য করেন। ২৬.১.২ ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য আত্ম-মূল্যায়ন, রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, এ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি, কেস স্টাডি ইত্যাদির কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২৬.১.৩ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেশা সম্পর্কিত সুচিন্ড়িত মতামত প্রকাশ করেন। ২৬.১.৪ শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা উত্তরণের উপায় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করেন।।
		২৬.২ পেশাগত উন্নয়নের জন্য এ্যাকশন রিসার্চ বা লেসন স্টাডি, কেস স্টাডি বাস্ড়বায়ন করতে পারা।	২৬.২.১ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লেসন স্টাডিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিয়মিত অংশগ্রহন করেন । ২৬.১.২ শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এ্যাকশন রিসার্চ, কেস স্টাডি বাস্ড় বায়ন করেন।
		২৬.৩ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশি-ষ্ট একাডেমিক তত্ত্বাবধায়কগণের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারা।	২৬.৩.১ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশি-ষ্ট একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ককে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রন জানান। ২৬.৩.২ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা একাডেমিক তত্ত্বাবধায়কগণের যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্ড়বায়ন করেন।
		২৬.৪ পেশার প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শনসহ প্রতিটি কাজে নৈতিকতা বজায় রাখতে পারা।	২৬.৪.১ শিক্ষার্থীরা বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে। ২৬.৪.২ বিদ্যালয়ের সততা স্টোর, মানবতার দেয়াল ইত্যাদি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে। ২৬.৪.৩ পেশাগত নীতিমালা মেনে চলেন এবং প্রত্যাহিক কাজের লগবই অনুসরণ করেন।।

			২৬.৪.৪ শিক্ষার্থীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ না করে সাম্য ও সম্মানের সাথে আচরণ করেন। ২৬.৪.৫ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে হুমকি, অসততা, অবহেলা ও আপত্তিকর আচরণ এড়িয়ে চলেন। ২৬.৪.৬ বিদ্যালয়ের যাবতীয় আইন-কানুন, চাকুরীর চুক্তি, অ্যাকাউন্টস ইত্যাদি কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন।
(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ	২৭. বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মা-বাবা/ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	২৭.১ বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।	২৭.১.১ বিদ্যালয়ের যে কোন অনুষ্ঠানে এবং যে কোনো কাজে স্থানীয় জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন ও অংশগ্রহণ করেন।। ২৭.১.২ SLIP প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে স্থানীয় জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন। ২৭.১.৩ কার্যকর হোম ভিজিটের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। ২৭.১.৪ শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত। ২৭.১.৫ প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করেন ও বজায় রাখেন। ২৭.১.৬ শিক্ষক লিখিতভাবে অভিভাবকের সাথে তাদের সন্ড়ান সম্পর্কে যোগাযোগ করেন। ২৭.১.৭ নিয়মিত অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগ করেন প্রয়োজনে পত্র পাঠান। ২৭.১.৮ সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষণ করেন।
		২৭.২ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন এবং উপকরণ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করতে পারা।	২৭.২.১ বিভিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ান ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরি করেন। ২৭.২.২ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করেন। ২৭.২.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহে সহযোগীতা করেন। ২৭.২.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত শিখন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। ২৭.২.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের

			পড়াশোনা এবং উপস্থিতির খোঁজ-খবর করেন। ২৭.২.৬ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য স্থানীয় জনগন খেলনা-সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন। ২৭.২.৭ বিদ্যালয়ে শিশুদের সাথে আসা মায়েরা প্রয়োজনে শিক্ষোপকরণ তৈরিতে সহযোগিতা করেন।
(ঘ) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা	২৮. সহকমীদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা।	২৮.১ বিদ্যালয়ের সকল সহকর্মীর কাজে প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা প্রদান করতে পারা।	২৮.১.১ বিদ্যালয়ের সকল সহকর্মীর সাথে সবসময় পেশাগত সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ২৮.১.২ সামর্থ্য অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহযোগিতা করেন। ২৮.১.৩ নিজের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণবিহীণ সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করেন। ২৮.১.৪ সহকর্মীদের সাথে যেকোন ধরনের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন এবং এরূপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন। ২৮.১.৫ স্টাফ-গ্যাপ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে গ্রহন করার মানসিকতা পোষন করেন।
		২৮.২ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা।	২৮.২.১ সংশি-ষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সাবলীল ব্যবহার করেন। ২৮.২.২ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত, উদাহরণ উপস্থাপনে সক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ২৮.২.৩ শিক্ষায় চতুর্থ শিল্প বিপ-বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংকল্পবদ্ধ।
		২৮.৩ সহকর্মীদের শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক প্রদান করতে পারা।	২৮.৩.১ সহকমীদের পাঠ পর্যবেক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২৮.৩.২ সহকর্মীদের শ্রেণিকার্যক্রম ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। ২৮.৩.৩ সহকর্মীদের পর্যবেক্ষিত শ্রেণিকার্যক্রমের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করেন।
		২৮.৪ পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন ও শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠের মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মীদের ফিডব্যাক গ্রহণ করতে পারা।	২৮.৪.১ সহকর্মীদের নিজ শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণে আহবান করেন। ২৮.৪.২ নিজ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সহকর্মীদের উপস্থিতি সানন্দে গ্রহণ করেন। ২৮.৪.৩ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মীদের পরামর্শ (ফিডব্যাক)

			ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। ২৮.৪.৪ সহকর্মীদের মতামতের প্রতি গুরচত্ব দিয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২৮.৪.৫ নিজের উন্নয়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ২৮.৪.৬ পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়ন ও শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করেন। ২৮.৪.৭ নিজের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিয়মিত পাঠ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।
(ঙ) নৈতিকতা ও পেশাগত দায়বদ্ধতা	২৯. প্রাথমিক শিক্ষা সংশি-ষ্ট প্রতিটি কাজে নৈতিকতা ও পেশাগত দায়বদ্ধতা বজায় রাখা	২৯.১ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।	২৯.১.১ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অর্পিত পেশাগত সকল দায়িত্ব আন্ড়রিকতার সাথে পালন করেন। ২৯.১.২ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দেশনা যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন/পালন করেন।
		২৯.২ স্ব-প্রনোদিত বা অর্পিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনারশিপ (Ownership) প্রদর্শন করা।	২৯.২.১ স্ব-প্রনোদিত বা অর্পিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনারশিপ বজায় রেখে সুচারচরূপে কর্ম সম্পাদন করেন।
(চ) সংশি-ষ্ট আইন ও বিধিবিধান	**৩০. সংশি-ষ্ট আইন ও বিধিবিধান মেনে চলা**	৩০.১ প্রাথমিক শিক্ষা সংশি-ষ্ট আইন ও বিধিবিধান মেনে চলা ও সংশি-ষ্ট অংশীজনকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।	৩০.১.১ প্রাথমিক শিক্ষা সংশি-ষ্ট আইন ও বিধিবিধান মেনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। ৩০.১.২ প্রাথমিক শিক্ষা সংশি-ষ্ট আইন ও বিধিবিধান মেনে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সংশি-ষ্ট অংশীজনকে উদ্বুদ্ধ করেন।
		৩০.২ সরকারী চাকুরি বিধিবিধান মেনে চলা এবং সরকারেরর প্রতি অনুগত থাকা।	৩০.২.১ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮সহ সংশি-ষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান মেনে চলেন এবং অন্যান্য অংশীজনকে মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন।

তথ্যসূত্র ঃ প্রস্ড়াবিত শিক্ষকমান, ২০২১

সহায়ক তথ্য: ৩ ও ৪ শিক্ষকমান ধারণা, মানসমূহ ও শিক্ষকমান অর্জনের উপায়

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকমান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বাংলাদেশের প্রাথমিক স্ড়রের শিক্ষকমানসমূহ শনাক্ত করতে পাবেন;

গ. শিক্ষকমান অর্জনের উপায় নির্ধারণ ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবেন;

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, তথ্য, কেস স্টাডি

শিক্ষকমান ধারণা

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের (Standard) সমন্বয়, যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের (পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন) আলোকে মোট ২৩টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য শিক্ষক যোগ্যতা ও পরিমাপের জন্য পারদর্শীতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষকমান:

শিক্ষকমান এর ক্ষেত্র: পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি

শিখনের ক্ষেত্র	মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান:	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদর্শন করতে পারেন।	১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ, এবং পারস্পর্য বজায় রেখে পাঠপরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ২. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করার যোগ্যতা। ৩. শ্রেণীতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা। ৪. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যেকোন প্রশ্ন সার্থকভাবে উত্তর দেয়ার যোগ্যতা। ৫. ছোট ছোট শিশুদের খেলা অনুসন্ধিৎসা ছোট ছোট পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং ভাষা	১. পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ২. পাঠদানকালে শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে সঠিক বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করেন। ৩. শিখন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার উদাহরণ দিয়ে দেখান (সঠিক বানান, নির্ভুল হিসাব-নিকাস) ৪. যেভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের প্রকরণে রূপান্ড়রিত হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদত্ত ফিডব্যাকে প্রতিফলিত হয়ে

		কীভাবে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তরিত হয় তা উপলব্ধির যোগ্যতা। ৬. বয়স অনুসারে গল্প বলা, ছড়া, আবৃত্তি, গান, বই পড়া এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ সৃষ্টি যোগ্যতা।	থাকে (কাঠের ব-কের তুলনা সম্পর্কিত শিশুদের ধারণা ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পরিমাপ বিষয়ে চিন্তাকে উদ্দীপীত করে। ৫. শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধ্যাণ-ধারনা সৃষ্টিতে শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পর্কিত করা যায় (যেমন একজন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক অবলোকন করেন)।
(খ) শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কেধারণা	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফল ওশিক্ষার্থীদের জন্যযথাযথ বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাদানকৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণাপ্রদর্শন করেন।	১. শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অথবা মিথষ্ক্রিয়ারমাধ্যমে শিক্ষাদান সহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা। ২. যেমন প্রযোজ্য তেমনভাবে শিখনশেখানো কাজে প্রযুক্তির (আইসিটিসহ) ব্যবহার করার দক্ষতা। ৩. শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহারকরার দক্ষতা। ৪. শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শিখনেরসাথে যুক্ত করে পাঠপরিকল্পনা এবং উপস্থাপনার দক্ষতা। ৫. শিক্ষার্থীরা যে ধরণের ভুল করে এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে তা জানেন এবং তাদের বোধগম্যতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের যোগ্যতা। ৬. যেকোন শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন এক বা একাধিক শিক্ষার্থী থাকে যাদের একীভূত করার দক্ষতা। ৭. এক বিষয়ের শিখন অন্য বিষয়ের কাজে ব্যবহার (যেমন গাণিতিক ভাষা পাঠ অনুশীলন) করার বিষয়ে পাঠ-পরিকল্পনা করার দক্ষতা।	১. যেকোন দিনে পাঠ চলাকালীন সময় বিশদশিক্ষাদান কৌশল/কার্যক্রম পরিকল্পিত এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ২. পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ভুল ধারণা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উলে-খ করা হয়। ৩. শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ৪. শিক্ষার্থীদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে এমন প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখন লাভে সহায়তা করেন এবং এমনভাবে তথ্য প্রদান করেন যাতে তারা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। ৫. শিক্ষক এবং ছাত্র, ছাত্র এবং ছাত্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায়ই দেখা যায়। ৬. সকল ছাত্রই পাঠে অথবা পাঠ সংশি-ষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। ৭. যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভিন্ন অথবা দল থেকে আলাদা তাদের চিহ্নিত করতে পারেন এবং এমন ক্ষেত্রে একীভূত করার কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। ৮. শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আগ্রহান্বিত রয়েছে। ৯. সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।
(গ) শিক্ষাক্রম সম্পর্কেধারণা	১. প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখন	১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং কাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ২. প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ফল এবং	১. শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখন ফলঅনুসারে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। ২. পরিকল্পিত শিখন যোগ্যতা

	ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করেন।	প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও শিখন ফল সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি। ৩. জাতীয় পরীক্ষাসহ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিচিতি। ৪. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়নের হাতিয়ার সম্পর্কের পরিচিতি।	সফলভাবে অর্জিত হয়। ৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তাদের কাঙ্খিতশিখন ফল অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি পরিদৃশ্যমান। ৪. শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতার রেকর্ড জাতীয় ফলাফলপ্রতিফলিত করে।
(ঘ) শিশু সম্পর্কিত ধারণা	১. শিশুদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রধানতত্ত্বগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে শিশুদেরকে ভালভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেসম্পর্কে বাস্ড় বমুখি সচেতনতা প্রদর্শ করেন। ২. প্রত্যেক শিশুকে ভালভাবে জানেন।	১. এমনভাবে পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং উপস্থাপন করেন যাতে নিম্নলিখিত দিকগুলো গুরচত্ব সহকারে বিবেচিত হয়: ● শিশুদের শিখনের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা। ● ভাষা এবং মিথষ্ক্রিয়া। ● ঝুঁকি গ্রহণ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান। ● বিভিন্ন বয়সি শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপলব্ধি। ● শিশুদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি। ● শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ। ● শিক্ষার্থীদের চিন্ড়া ভাবনা করার সুযোগ। ● সৃষ্টিশীল চিন্ড়া এবং কাজ। ● ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক, দৃষ্টিগত, জাতিগত, ভাষাগতদিক বিবেচনা করা। ২. প্রত্যেক শিশুর আগ্রহ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পূর্ব সাফল্য, পারিবারিক অবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক কৃষ্টিগত প্রভাব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং তার শিখনের সাথে এসব কিছুর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন।	১. নিম্নলিখিত দিক বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এবং পাঠ-পরিকল্পনা করেন: ● শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান জ্ঞান এবং উপলব্ধি বিবেচনায় নিয়ে পাঠদান শুরচ করা। ● পারস্পরিক আলোচনা এবং ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার। ● সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের যাচাই করার সুযোগ দান। ● শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান যাতে তারা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। ২. (ক) শিক্ষার্থীর সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে থাকেন। বিশেষ করে যখন তাকে যখন কোনো কাজ দেয়া হয়। (খ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে সহকর্মীদের সাথে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাজীবির সাথে আলোচনা করেন। (গ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে রেকর্ড রাখেন। (ঘ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন এবং তার ক্রমান্বয়ে উন্নতি অবনতি সম্পর্কে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেন।
(ঙ) আইন - কানুন সম্পর্কে ধারণা	১. প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিগত,বাধ্যবাদকতা এবং এর বাস্ড় বায়নের জন্য সংশি-ষ্ট সকলের সাথে কাজ	১. (ক) চাকুরির বিভিন্ন শর্ত এবং বিধি সম্পর্কে ভালভাবে পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কিত আইনগুলো মেনে চলেন। (খ) সহকর্মীদের সাথে চাকুরি বিধি এবং অন্যান্য আইন-কানুন পালন সম্পর্কে আলোচনা করেন।	১. সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত চাকুরিবিধি সহ অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করেন।

	করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পলব্ধি প্রদর্শন করেন।		

ক্ষেত্র : পেশাগত অনুশীলন

শিখনের ক্ষেত্র	এান	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) পরিকল্পনা প্রনয়ণ	১.শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে। এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্তপাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণ।	১. নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট পাঠ পরিকল্পনা/শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন যা নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রদর্শন করে: ● প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন ফলকে প্রাধান্য প্রদান। ● শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ধরে রাখতে পারে এমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্ড্র এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। ● সকল ছাত্রের পরিবার এবং সামাজিক জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠদান। ● কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন। ● শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল ছাত্রের শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ● কার্যকর, কার্যক্রম এবং শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	১.(ক) সকল পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। (খ) শিখন ফল, পাঠ্যাংশ, শিখণ-শেখানো কাজ, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। (গ) বিষয়/শ্রেণী ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিখন ফল নির্ধারণ। (ঘ) শিক্ষার্থী পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখন ফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ। (ঙ) শিখন শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণীভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্ড্র করতে উৎসাহ দান। (ছ) প্রধান প্রধান শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো মূল্য দিয়ে থাকেন। (জ) পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। (ঝ) পরিকল্পনায় সব ধরণের উপকরণের ব্যবহার সহ অন্যান্য দিক গুলো বিস্ড় তভাবে উলে-খ করা হয়। (ঞ) মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্রপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন,

			পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। (চ) সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত থাকে।
(খ) প্রত্যাশা	১. সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেকে চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান করেন ও মূল্য দিয়ে থাকেন।	১. (ক) সকল শিশু এমনকি ঘনিষ্ঠতম শিশুও তার সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে, এমন বিশ্বাস পোষণ করে। (খ) যেকোনো সামাজিক অথবা কৃষ্টিগত পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উপর গভীর আস্থা এবং উচ্চাশা প্রকাশ করে থাকে। (গ) সকল শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক এবং যুক্তিসংগতভাবে তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেন। (ঘ) শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করে থাকেন যে, তা সকল শিশুর সামাজিক এবং কৃষ্টিগত পটভূমিতে ধারণ করে এবং এর ফলে তারা সবচেয়ে ভালভাবে শেখে ও সকলের মধ্যে তার অন্তর্ভূক্ত এমন মনোভাব পোষণ করে।	১. (ক) শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (খ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, কৃষ্টিগত এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতার দিকগুলো সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়। (গ) সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে যে, শিক্ষকের তাদের সম্পর্কে অতি উচ্চাশা বর্তমান এবং সেইমতো তারাকাজ করে থাকে। (ঘ) শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যেকোনো আলোচনার সময় বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষে প্রকাশিত শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে যে সকল কার্যক্রম পরিকল্পিত তা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের সাথে মিলে যায়।
(গ) যোগাযোগ দক্ষতা	১. শিক্ষার্থীদের শিখন ফল শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু তাদের সকলের নিকট স্পষ্ট হয় এমনভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।	১. (ক) প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠদান প্রক্রিয়া এবং শিখন ফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান। (খ) শিক্ষার্থীদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে বয়সকে বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের সাথে তাদের কাঙ্খিত শিখন সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) শিক্ষকের প্রতি সকল ছাত্রের গভীর মনোযোগ বজায় থাকে। (ঙ) শ্রবণযোগ্য এবং সঠিকভাবে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে থাকেন। (চ) ব-্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য প্রদর্শিত উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করে থাকেন।	১. (ক) যেকোনো কাজ এবং পাঠের ভূমিকা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত অবধানযোগ্য এবং সুপ্রদর্শিত। (খ) শিক্ষক যখন কথা বলে থাকেন সকল ছাত্রের মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তার কথা শুনতেতারা আগ্রহবোধ করে। (গ) শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে কোনো একটি পাঠে তাদের কী করতে হবে এবং নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণীগুলোতে শিক্ষার্থীরা জানে তাদের কী শিখতে হবে।
	২. শিখণে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতাএবং আলোচনাকে	২. (ক) পাঠ এবং শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রশ্ন করাকে গুরচত্ব দেন। (খ) সাধারণভাবে পুরো ক্লাসকে প্রশ্ন না করে একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করে থাকেন।	২. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় প্রশ্ন করার সুযোগ এবং প্রশ্নের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। (খ) শিক্ষককে প্রায়ই শিক্ষার্থীর সাথে

	সার্থকভাবে ব্যবহার করেন	(গ) সকল ছাত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন। (ঘ) কোনো বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্ন করে থাকেন, প্রশ্ন আহবান করেন এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উত্তর দেয়ার পূর্বে শিক্ষাথীদের চিন্ড্রা করার সুযোগ দেন। (চ) শিক্ষার্থীদের ভুল অথবা অচিন্ড়নীয় উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন। (ছ) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য মাথায় রাখেন। (জ) শিক্ষার্থীদের উচ্চ পর্যায়ের চিন্ড্রা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ দানের জন্য বিভিন্ন আলোচনা অথবা পর্যালোচনা করে থাকেন। (ঞ) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।	কথা বলতে দেখা যায়। (গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কথা প্রাধান্য পায় না। (ঘ) প্রধানত একজন শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়। (ঙ) পুরো শ্রেণীতে উত্তর দেওয়া এবং হ্যা অথবা না-বোধক উত্তর দেওয়ার বিষয়টি কচিৎ ঘটে থাকে। (চ) সকল ছাত্রকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। (জ) কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। (ঝ) শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিতে দ্বিধান্বিত হয় না। (ঞ) শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করে থাকে এবং উত্তর প্রদান করা হয় যথেষ্ট সমীহ করে। (ট) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা হয় যাতে তারা কোনো তথ্য স্মরণ করতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে, মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং অনুমান করতে পারে। (ঠ) শ্রেণীকক্ষে আলোচনা সকল ছাত্রের আগ্রহ ধরে রাখে এবং অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে। (ড) শিক্ষকের প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে পরীক্ষা করা যার ফলে শিক্ষার্থী চিন্ড্রা করতে বাধ্য হয় (শুধু মাত্র পুণরাবৃত্তি না করে অথবা উপলব্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত না করে)।
(ঘ) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা	১. সকল শিক্ষাথীর অংশগ্রহণে সহায়ক, উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখণ পরিবেশ বজায় রাখেন।	১. (ক) আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ এমনভাবে স্থাপন করেন যাতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা স্বচ্ছন্দ্য এবং শিখণ নিশ্চিত করা যায়। (খ) শিখণ শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র পুণ:সজ্জিতকরণ করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে) । (গ) শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা, শিখণ এবং	১. (ক) শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস এমনভাবে করা হয় ● যেন তা সকল ছাত্রের চাহিদা পূরণ করে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকল চাহিদা বিবেচনা করা হয়। ● সকল ছাত্র স্বচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। ● সকল ছাত্রের লেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং সুবিধা থাকে।

		সৃষ্টিশীলতা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানাকাজ যেমন আঁকা ছবি, লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত হয়।	● সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্পস্টভাবে শুনতে এবং দেখতে পারে। ● কোনো শিক্ষার্থী যখন একা একা কাজ করে তখন শিক্ষক যেন তাকে সাহায্য করতে পারেন। (খ) সকল শিক্ষার্থীর কাজ বিশেষ করে তাদের আঁকা ছবি শ্রেণীকক্ষে সকল সময় অথবা বিভিন্ন সময় প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (গ) সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে দর্শনযোগ্য উপকরণ (যেমন ছবি, যেকোনো লেখা, মানচিত্র, শব্দ, বর্ণচার্ট ইত্যাদি) প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
	২. বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্ড়ব ইতিবাচক এবং সমতাভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করেন।	১. (ক) শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলো সকলকে ব্যস্ড় রাখে এবং সকলের সামর্থ পরীক্ষা করে। (খ) উলি-খিত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তারা এ কাজগুলোর মাধ্যমে সংশি-ষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে। তবে সেগুলো তাদের কাছে ততটা সহজ নয়। (গ) সময়ের কার্যকর ব্যবহার করেন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সময় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করেন। (ঙ) শিক্ষার্থীদের তাদের শ্রেণীকক্ষের কাজ সফলভাবে করে সংশি-ষ্ট যোগ্যতা অর্জন করার	১. (ক) শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের সামর্থকে পরীক্ষা করে এমন শিখণ শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপৃত করেন। (খ) প্রায় সমস্ড় সময় ধরে শিক্ষার্থীদের শিখণ শেখানো কাজে ব্যস্ড় রাখেন। (গ) যখন যেমন প্রয়োজন হয় তেমনভাবে শিক্ষার্থীদের একাকি দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণীগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ ভাগ করে দেন। (ঘ) প্রাক-প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং কোনো কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়। (ঙ) শিক্ষার্থীরা সফলভাবে তাদের প্রদত্ত এ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্ত করে থাকে। (চ) শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সহায়তা করেন। যেমন প্রশ্নের মাধ্যমে, যাতে তারা শিখতে পাওে এবং সফল হয়। তবে এর সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্ড়া করার সুযোগ দেয়া হয়। (ছ) কার্যকরভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য-পুস্ড়ক, ব-্যাকবোর্ড, ছবি এবং উপকরণ ব্যবহার করেন। (জ) শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত এবং দলীয় উপকরণ যেমন খেলাধূলা, ওয়ার্কশিট, ওয়ার্কবুক, পাঠের জন্য বই ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন লাভ করে।

	৩. শিক্ষাথীদের সাথে ইতিবাচক এবং সম্মানসূচক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কৌশলের ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকেন।	১. (ক) শিক্ষক নিজে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করে ইতিবাচক করতে উদ্বুদ্ধ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, বিশ্বাসী এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। (গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন।	১.(ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখণ সম্পর্কিত কাজ এবং আচরণ সম্পর্কে অতি উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকে। (গ) যোগ্য ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় (যেমন, কোনো কাজে শুধু একটি দিকের জন্য অথবা কঠিণ সমস্যার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে)।
চ) উপকরণ ব্যবহার	১. সমতাভিত্তিক এবং কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিক্ষাউপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন।	১.নিম্নলিখিত উপকরণগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করেন: ●পাঠ্য-পুস্ড়ক, ● পোস্টার, মানচিত্র এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপকরণ, ●সব ধরণের পড়ার বই, ●খেল-ধূলার উপকরণ, ● এ্যাবাকাসসহ গণণার জন্য অন্যান্য উপকরণ, সকল শিক্ষার্থীর শিখণ সহায়তার জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য যেমন, বিভিন্ন ধরণের খেলার পুতুল, বিভিন্ন ধরণের ব-ক, সংখ্যা, বর্ণ চিহ্নিত ব-ক এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপযুক্ত সহ-পাঠক্রমিক উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	১. (ক) জ্ঞান এবং উপলব্ধি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। (খ) যথাযথ উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহাওে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পায় বলে তা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন। (গ) শিক্ষা উপকরণ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হয়। (ঘ) শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখণ উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। (ঙ) সকল লাকসই উপকরণ পূর্ব পরিকল্পিত হওয়ার ফলে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।
	১. শিক্ষক সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষা উপকরণনিজেই তৈরি করেন।	১. (ক) সহজলভ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে নিম্নলিখিত সাধারণ উপকরণগুলো তৈরি করেন। ● স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যেমন তেতুলবীজ, মার্বেল, ছোলা ইত্যাদির সাহায্যে গণনা, ● শিক্ষার্থী, শিক্ষকের আঁকা ছবি অথবা প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন অথবা বইয়ে আঁকা ছবি, ফটোকপি করা, ● স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত গল্পের/পড়ার বই, (খ) উপরোলি-খিত উপকরণগুলো পরিকল্পিত ও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন।	১. (ক) কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট শিখণ শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে উপকরণ তৈরি করে থাকেন। (খ) সকল উপকরণ শিখণ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। (গ) উপযুক্ত ও যথাযথ শিক্ষা উপকরণ এবং উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের শিখণ এবং উপলব্দি বৃদ্ধি পায়। (ঘ) শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, পাঠ-পরিকল্পনা উলি-খিত থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতো ব্যবহৃত হয়। (ঙ) নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যখন যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে তাদের চিন্ড়া/কল্পনাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাস্ড়ব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।

	২. শিখনকে সহায়তা দেয়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি (যেমন মোবাইল ফোন) যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।	১. (ক) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি চিহ্নিত করা হয়। (খ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি পরিকল্পিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীসহ অন্যান্য শ্রেণীতে শিখনকে উপযুক্তভাবে সহায়তা দিতে ব্যবহার করা হয়।	১. (ক) শিক্ষক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় তা জানেন। এছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলে শিখণকে সঠিকভাবে সহায়তা দেয়া যাবে সে সম্পর্কে পুণ: সচেতন। (খ) এরচপ প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠ-পরিকল্পনায় উলে-খ করা থাকে এবং সে পরিকল্পনা মতে ব্যবহার করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় (যেমন কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে অথবা তার কোনো ধারণা উপস্থাপন করতে পারে)। (ঘ) শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে পারে এবং তা থেকে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। (ঙ) প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য থাকে শিখণ শেখানো কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখণ লাভের উলে-খযোগ্য উন্নতি সাধন।
(ছ) মূল্যায়ন	১. যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পন ব্যবহার করেন।	১. (ক) পাঠ-পরিকল্পনায় এবং শিখণ শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত শিখণ ফল কার্যকরভাবে মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল চিহ্নিত করেন। (খ) একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের গাঠণিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করেন। (গ) একটি পাঠের সময় একজন শিক্ষার্থীও অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করে তার চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করেন।	১. (ক) প্রতিটি পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিবৃত শিখণ ফল অনুসারে মূল্যায়ন কৌশল উলি-খিত থাকে। (খ) পাঠ-পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরণের গাঠণিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। (গ) শিক্ষার্থীর চাহিদ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন।
	২. শিক্ষার্থীদের যথাযথ সময়ে মৌখিক এবং লিখিত ফিডব্যাক প্রদান করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীকে পুণ:ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।	১. (ক) শুধুমাত্র ভুল সংশোধনের মাধ্যমে অথবা জানার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক পূরণের মাধ্যমে নয় বরং শিক্ষাথীকে সামগ্রিকভাবে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুণ:নির্মাণে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। (খ) শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃত অগ্রগতি উপলব্ধি করার জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা	১. (ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন, পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং গঠণমূলকভাবে তাদের কাজে হস্ড়ক্ষেপ করেন। (খ) শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক একাকী, দলীয়ভাবে এবং সমগ্র শ্রেণীকে প্রশ্ন করেন।

		করেন এবং সুযোগমতো তা ব্যবহার করেন। (গ) শিখন অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের এবং প্রয়োজনমতো প্রশ্ন করেন। (ঘ) শিক্ষাথীদের এমন প্রশ্ন করেন যা তাদের চিন্ড়ার উদ্রেগ করে (বিবৃত বিষয়ের পুণরাবৃত্তি না করে)। (ঙ) শিখণে আবেগ, আচরণ এবং প্রেষণা ভূমিকা গভীরভাবে উপলব্ধি করে মূল্যায়ন করে থাকেন। (চ) শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা পাকাপোক্ত করেন। (ছ) প্রদত্ত ফিডব্যাক হয় ইতিবাচক এবং কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। (জ)লিখিতভাবে অথবা মৌখিকভাবে যেভাবেই ফিডব্যাক দেয়া হোক না কেন তা সবসময় চিন্ড়ার উদ্রেগ করে। (ঝ) যদি কোনো শিখণ শেখানো কাজ কাঙ্খিত শিখণ ফল লাভে ব্যর্থ হয় তখন একাকি এবং দলীয়ভাবে শিখণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (ঞ) শিক্ষক জানেন কখন সহায়তা প্রদান করতে হয় এবং কখন তা প্রদান করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। (ট) মূল্যায়ন কখনই শিখণের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।	(গ) শিক্ষার্থীকে আরও শিখণের জন্য প্রেষণা দিতে এবং ইতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি করে এমনভাবে ফিডব্যাক প্রদান করেন। (ঘ) কোনো শিক্ষাথীকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা দানের মাধ্যমে শিক্ষক কাজটি শেষ করেননা বরং তার শিখণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ড় বারবার তার কাছে ফিরে আসে। (ঙ) শিক্ষার্থীর কাজে অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। (চ) সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক মূল্যায়নের গ্রেডিং প্রদান করেন। (ছ) শিক্ষক মৌখিকভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষাথীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে সে কোনো বিষয়ে তথ্য লাভের কাজে ব্যাপৃত না থেকে বরং আরও গভীরতর বিষয় অনুসন্ধানে ব্যস্ড় হয়। (জ) শিক্ষার্থীর লিখিত কাজে শিক্ষকের মন্ড়ব্যতাকে আরও চিন্ড়াকরতে উৎসাহিত করে। (ঝ) যদি কোনো শিখণ শিক্ষার্থীর নিকট কঠিন প্রতিভাত হয় তখন শিক্ষক তাকে বিশেষ ধরণের কাজ প্রদানের মাধ্যমে শিখণের নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান আয়ত্ব করতে সহায়তা করে।
	৩. মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আহরিত তথ্য বিশে-ষণ করে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ড় পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীর শিখণ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেন।	১. (ক) সঠিক সময়ে গাঠণিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত হয়। (খ) মূল্যায়নের কাজগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর “পুণরায় মনে করার বিষয়টি পরীক্ষিত হয় না বরং তার সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্ড়াশক্তিকেও পরীক্ষা করা হয়”। (গ) সমগ্র শ্রেণীভিত্তিক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখণ অগ্রগতির মূল্যায়ন রেকর্ডসহ শিক্ষার্থীও শিখণ অগ্রগতি এবং চাহিদার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।	১. (ক) সামষ্টিক পরীক্ষা শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়না বরং তা বিভিন্ন ধরণের মূল্যায়নের মাধ্যমে যেমন স্বাধীনভাবে লিখতে দেয়া, পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা, মৌখিক প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয় গৃহীত হয়। (খ) শিক্ষার্থীর পারদর্শীতা পরিষ্কার এবং স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। (গ) পাঠ-পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

ক্ষেত্র : পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন

শিখনের ক্ষেত্র	মান:	অর্জিত যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক
(ক) সমতার প্রতি অঙ্গীকার	১. প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার, শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।	১. (ক) প্রত্যেক শিশুর যেমন রয়েছে জ্ঞান ও দক্ষতা তেমনি আছে আগ্রহ এবং সক্রিয়তা, সে সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। (খ) লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি,ভাষা, বর্ণ, দৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণ করেন। (গ) প্রত্যেক শিশুর ব্যাক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করেন। (ঘ) কৃষ্টিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পার্থক্যগুলোকে নেতিবাচক হিসাবে না নিয়ে বরং এ পার্থক্যকে শক্তি হিসেবে বিশ্বাস করে।	১. (ক)শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন। (খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যাক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং সে জ্ঞান শিখণের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। (গ) সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ থাকে। (ঘ) সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু সামাজিকভাবে এবং তাদের শিখণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। (ঙ) শ্রেণীকক্ষে সকল শিশুর পরিচিতি কোন না কোনভাবে প্রকাশ পায়।
(খ) চিন্ড্র অনুশীলন এবং পেশাগত উন্নয়ন	১. সমগ্র শিক্ষতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্ড্র অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।	১. (ক) শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময়সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। (খ) নিজেদের শিক্ষাদানের পারদর্শিতা এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্ড্র ভাবনা করে থাকে। (গ) শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবিদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।	১. (ক) প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। (খ) বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে শিক্ষকের তার পেশা সম্পর্কে চিন্ড্র ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাত্যহিকভাবে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনাতেও এরচপ চিন্ড্র ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। (গ) শিক্ষক যেকোন ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।

(গ) স্থানীয় জনগণের সাথে অংশগ্রহণ	১. মা-বাবা অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কার্যকরভাবে বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।	১. (ক) বিদ্যালয় এবং স্থানীয় জনগণ সকলের সাথে ইতিবাচক এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে থাকেন এবং সকলকে সমানভাবে বিচার করেন। (খ) পরিবার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত ধারণা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং উপকরণ সংগ্রহে কাজে লাগানো হয়।	১. (ক) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। (খ) শিক্ষক তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যেঅনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন। (গ) প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি হওয়ার সময় থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপন করেন। (ঘ) শিক্ষক প্রয়োজনে লিখিতভাবে মা বাবার সাথে তাদের সন্তুন সম্পর্কে যোগাযোগ করে থাকেন। (ঙ) শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিদর্শন করেন। (চ) পাঠ-পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ অথবা পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
(ঘ) সহকর্মীদের সাথে সহযোগীতা	১. দলীয় সদস্য হিসেবে সহকমীদের কাজ করে থাকেন।	১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা সমর্থন দান করেন যেমন : ● সম্পদ বিনিময়; ● কার্যকর অনুশীলনের জন্যধারণা/অভিজ্ঞতা বিনিময়; ● পরস্পরের চিন্তা ভাবনায় প্রভাব রাখা।	১. (ক) সহকর্মীদের চমৎকার সম্পর্ক উপভোগ করে থাকেন। (খ) যেকোন ধরণের দ্বন্দ এড়িয়ে চলেন এবং এরচপ কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করেন। (গ) আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের শিক্ষাদান, দক্ষতায় উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।

কেসস্টাডি

পুলুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শেখ শামছুর রহমান অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবী। তিনি এ বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসার পর দেখলেন এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান কাঙ্খিত পর্যায়ের নয়। তিনি সকল শিক্ষক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেখলেন সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত। তিনি সকল শিক্ষক, এসএমসি এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে একটি সভা করলেন এবং সভায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হলো। প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের আগে সকল শিক্ষকের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। বছরের শুরচতেই তিনি তার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের সহযোগিতায় বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শ্রেণি রচটিন অনুমোদন করেন। প্রতিদিনই সমাবেশে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত নিশ্চিত করা হয়। পাঠ পরিকল্পনার জন্য তারা কারিকুলাম, শিক্ষক সংস্করণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতা নেন। ক্লাশ শুরচর ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই সকল শিক্ষক ক্লাসে চলে গেলে তিনি খুব সন্তর্পণে শিক্ষকগণের শ্রেণিপাঠদান পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোন শিক্ষক ছুটিতে বা অসুস্থ্য হলে তার পরিবর্তে অন্য শিক্ষককের দ্বারা ক্লাশ পরিচালনার ব্যবস্থা করে থাকেন এবং শ্রেণিপাঠদানে উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করেন। শিখন শেখানো কার্যাবলীতে কোন ঘাটতি থাকলে তিনি বিদ্যালয়ের দক্ষ কোন শিক্ষককের সাথে

আলোচনা করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করেন। শিশুদের প্রতি তিনি সবসময়ই সদয় ও বন্ধুবৎসল হতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে নিয়মিত বই নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার নিয়মিত চর্চার সাথে পত্রিকা পাঠের সুযোগ তৈরি করা হয়। বিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি এলামনাই এসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন যারা বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। তার উপজেলার প্রশাসনিক প্রধান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিদ্যালয়টিকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন এবং বিদ্যালয়টিকে মেধা, দক্ষতা ও বিবেক তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করেন। বিদ্যালয়টি নিয়ে এলাকাবাসী গর্ব করেন।

শিক্ষকমান অর্জনের উপায়

- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করে উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ।
- ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা।
- সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
- ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা করবেন।
- শিক্ষকমান অর্জনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- কিছু দিন পর পর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।
- যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ হয়নি তা সহকর্মীদের সাথে আলোচনা তার কারণ চিহ্নিত করা
- চিহ্নিত কারণগুলোর আলোকে পুনরায় কর্মপরিকল্পনা করা।

সহায়ক তথ্য: ৫ শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ধারণা ও ক্ষেত্রসমূহ

শিখনফল

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১১. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

১২. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;

১৩. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার গুর"ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ ও অন্যান্য।

কেসস্টাডি

জনাব রাহুল এবং জনাব পীযূষ একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু দুজনের মধ্যে পেশাগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। জনাব রাহুল পাঠদানের সময় ভীষণ আন্ড্রিক, তাঁর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পাঠদান শেষে তিনি প্রধান শিক্ষকের অনুমতি না নিয়েই বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি চলে যান। ওপরদিকে জনাব পীযূষ জনাব রাহুলের মত পাঠদানে এতটা এক্টিভ নন, শিক্ষার্থীদ্রে বেশি সময় ধরে পাঠে মনোযোগী রাখতে পারেন না। তবে তিনি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন, নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন এবং বিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে প্রধান শিক্ষককে জানান।

শিক্ষকের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

১. শিক্ষক হবেন সময়নিষ্ঠ।
২. পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ নিবেন এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে পাঠদান করবেন।
৪. মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করবেন।
৫. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৬। তিনি হবেন একজন পাঠক। সব রকম জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন।
৭. পারিবারিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন।
৮. সকলের অধিকার রক্ষা করবেন।

শিক্ষকের প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা:

১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।
২. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন না।

৩. যে কোন প্রকার ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং ছুটি মঞ্জুর করে নিবেন।
৪. নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানাবেন।
৫. উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

শিক্ষকের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

১. সময় মত শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবেন এবং নির্ধারিত সময়ে শ্রেণী কার্যক্রম শেষ করবেন।
২. শিক্ষার্থীদের নামে সম্বোধন করবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করবেন।
৪. পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান করবেন না।
৫. শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
৬. শিখনফল অর্জিত হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়ন করবেন
৭. শিক্ষার্থীদের কারও প্রতি বিদ্বেষ এবং কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না।
৮. মূল্যায়নকালে পক্ষপাতিত্ব করবেন না।
৯. শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন।
১০. শিক্ষার্থীর সাথে অসদাচরণ করবেন না এবং সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিবেন।
১১. শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন, তাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করবেন।
১২. তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন।

শিক্ষকের সহকর্মী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

১. সিনিয়রদের সম্মান, জুনিয়রদের স্নেহ এবং সমবয়সীদের ভালোবাসা জানাবেন।
২. তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করবেন।
৩. শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনে তাদের পরামর্শ নিবেন।
৪. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবেন।
৫. সকলের সুখে-দুখে সহমর্মিতা জানাবেন এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

শিক্ষকের সার্বিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ
আদর্শ শিক্ষকের সুনাম শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বিদ্যমান থাকে এমনটি নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান, কাল, পাত্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে ব্যাপৃত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ, পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনুশীলন, সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবেন, তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সময়মতো এবং নীতি মেনে পালন করবেন, পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। একইসাথে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যাপারে খোজঁ-খবর নেয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রতিফলনমূলকঅনুশীলনের মাধ্যমে সবসময় তার নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অঙ্গীকার প্রদর্শন করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন।

সহায়ক তথ্য: ৬ শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ

শিখনফল:
অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারবেন।

গ. শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : কনসেপ্ট ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্রদর্শন, আলোচনা, একাকী কাজ ও অন্যান্য।

অংশ ক: শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ

সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও দৃষ্টি বিনিময়:

শিক্ষকের সুন্দর বানিক দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক দৃষ্টি বিনিময় বা Eye Contact শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শিক্ষকের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব বা কোন মুদ্রাদোষ থাকে যা শিক্ষার্থীদের কাছ তার পাঠকে হাস্যরসে পরিণত করে। এরফলে শ্রেণিকর্যক্রমে ব্যহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিখন ব্যহত হয়। শিক্সার্থীদের সাথে শিক্ষকের সঠিক Eye Contact - এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে তার গুরচত্ব অনুধাবন করতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগিতা বা অমনোযোগিতা নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact - এর ওপর। শিক্ষক যখন পড়াবেন বা যখন প্রশ্ন করবেন তখন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact -এর মাধ্যমে তা করতে হবে। আঞ্চলিকতা পরিহারপূর্বক সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও সঠিক Eye Contact - এর কৌশল রপ্ত করার জন্য শিক্ষকে সবসময় পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে করতে হয়।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন:
শিক্ষককে বিদ্যালয় ও সমাজে নানা গুরচত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার নেতৃত্বের গুণাবলি। নেতার গুণাবলি অর্জন ব্যতীত বিদ্যালয় ও সমাজের জন্য কোন গুরচত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি প্রকাশিত নাহলে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীদের আচরণেও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাবে। তাই শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ নেতা। পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও সহায়ক গ্রন্থাবলি পড়ার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

মূল্যায়ন দক্ষতা:
ম্যল্যায়নের সাহায্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বুঝা যায় তেমনি শিক্ষক কতটুকু সফলবাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছেন তা আবিষ্কার করা যায়। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও

কৌশল রয়েছে। মূল্যায়ন দুই প্রকার, যথা: ১ গাঠনিক মূল্যায়ন এবং ২ সামষ্টিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই নির্ভর করে শিক্ষকের মূল্যায়ন দ্খতার ওপর। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে স্বল্প সময়ে সার্বিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শ্রেণিপাঠের কার্যকারিতা যাচাই ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন স্ড়র সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কতটুকু হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ নির্ভর করে একজন শিক্ষক আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন কিনা তার ওপর। তাই মূল্যায়নের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরচত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন দক্ষতা:

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষনীয়, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শিক্ষককে প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু পড়াবেন, পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষার্থীরা কখন, কোথায় কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কত সময় ধরে পড়াবেন, পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এভাবে একটি সেসনের উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে। পাঠ পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে একটি পাঠের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্বধারণা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। ফলে পাঠদানে সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সঠিক পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের শিখনফল অর্জন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বিক্ষিপ্ত শিখন থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখে ও পাঠকে আনন্দদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করে পাঠ পরিকল্পনা। কাজেই পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নে একইট অন্যতম উপাদান।

নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা:

শিক্ষককে হতে হবে উদার। নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা পেষণ করতে হবে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে, নতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, পুরাতন জ্ঞানের পরিমার্জন ও সংশোধন হচ্ছে। শিক্ষককে এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী ও সমাজ উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা প্রয়োগ করতে হবে। নতুন জ্ঞান ও ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, প্রযুক্তি উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা, শিক্ষাক্রম বাস্ড়বায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন এবং শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কিত নতুন নতুন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী হিসেবে তৈরি করবেন।

পেশাগত শিখন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ:

পেশাগত উন্নয়নের অংশহিসেবে শিক্ষকগণ তাঁদের পেশা সম্পর্কিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আদর্শ মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করেন। নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে কর্ম-সম্পর্ক ভালো রাখেন। স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে

মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যালয়ের রূপকল্প (Vision) ব্রত (Mission) সংস্কৃতি (Culture) ও দর্শন (Ethos) এর সাথে অভিযোজিত হওয়র মানসিকতা তৈরি হয়।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জনঃ

এমন অনেক মানুষ আছে যারা যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলে অনেক ধরনের সম্যষার সম্মুখীন হন। কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে এনভাবে প্রস্তুত করবেন, যেন যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং যে কোনো ধরনের পরিবর্তনে নিকেজে খাপ খাইয়ে নেন।

সহকর্মীদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতাঃ

সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক মূলত বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। শিখন পরিবেশ বিঘ্নিত হলে শিক্সার্থীদের যথাযথ শিখন সম্ভব হয় না। তাছাড়া সহকর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন করা যায়। কাজেই সহকর্মীদের সাথে বালো ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা একজন শিক্ষকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।

অংশ খঃ শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ প্রয়োগ - সহায়ক তথ্য -৬.২

শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা হলো অনুগত ও অর্জিত গুণাবলির সমষ্টি। একজন শিক্ষক অনুগতভাবে কিছু গুণ অর্জন করেন যা সংখ্যায় নগন্য। অবশিষ্ট সব গুণ তাকে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যাবলির দ্বাদার অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন না করেও কেবল পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা একজন আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হওয়া যায়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হলে তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণের সংযোজন করতে হবে যা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রতিদিন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একইভাবে শ্রেণিপাঠ পরিচালনা করা কোন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকের পেমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকেই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপাদান হিসেবে বিবেচেনা করা হয়। একানে শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো–

বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

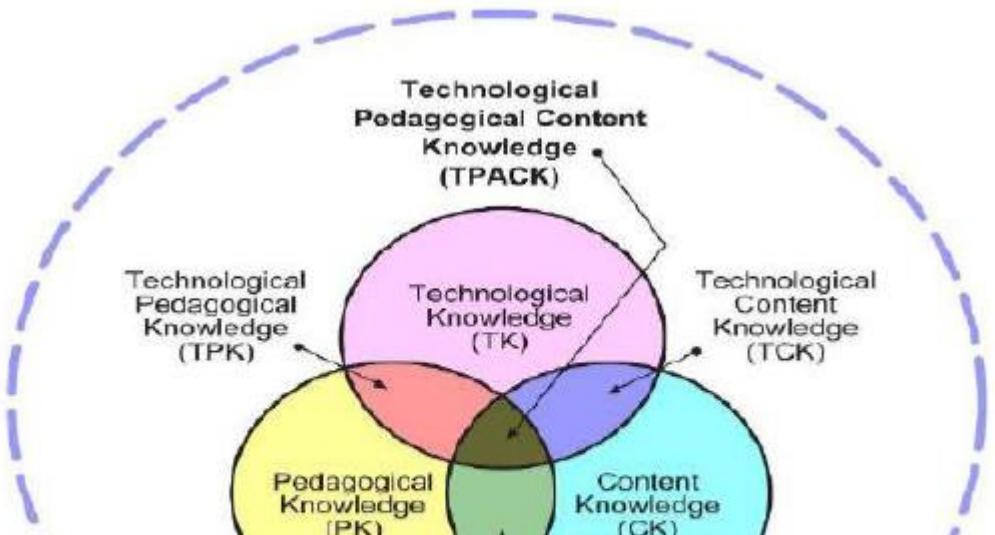

চিত্রে: বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষকেই তাঁর পঠিত বিষয় সংশি-ষ্ট বিষয়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হয়। তাই শিক্ষক হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। তবে সব ভালো ছাত্র সবসময় ভালো শিক্ষক হয় না। এর কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপন দক্ষতার ঘাটতি। উপস্থাপন দক্ষতার অভাবের কারণে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন অনেক ভালো ছাত্রও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। শ্রেণিপাঠদানে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী থাকে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের পার্থক্য থাকে, তাদের গ্রহন কৌশলের ভিন্নতাও থাকে। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও এমজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিয়েই সফলভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে শিক্ষককে তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থীদের কাছে তা সমানবাবে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে শিখনফল সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলোই হল পেডাগজি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে এই পদ্ধতি ও কৌশল বা পেডাগজি বিভিন্ন রকম। যেমন- গণিতের পেড়াগজি ও ইংরেজির পেডাগজি এক হবে না। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর বিষয় সংশি-ষ্ট পেডাগজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বর্তমানের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠের প্রতি আকৃস্ট করার আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হল আইসিটি। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিমূর্ত বিষয়কে মূর্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিষয়জ্ঞান, পেডগিজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের। এই তিনটি বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আনন্দদায়ক পরিবেশে কার্যকর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। তাই বিষয়জ্ঞান, পেডগিজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের দক্ষতা পেমাগত উন্নয়নের একইট গুরচত্বপূর্ণ উপাদান।

কেস স্টাডি-১

বিদ্যালয়ে তুরার আজ ১ম দিন। তার একটু ভয় ভয় লাগছে। কারণ বাবা-মা বলে দিয়েছেন, ওখানে গিয়ে যেন দুষ্টামি না করে, শিক্ষককে যেন ভয় পায়। একথা শুনে তার ভয়টা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। শ্রেণিকক্ষে গিয়ে একদম পিছনে বসে আছে সে। শিক্ষক আসা মাত্রই সে এমন ভয় পেল যে কেঁদেই ফেলল্। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কাঁদছে কেন? কিন্তু সে একটা কথাও বলতে পারলো না ভয়ে। শিক্ষক বিষয়টা ধরতে পেরে তুরাকে কাছে ডেকে বললেন, "জানো, তোমার মতো প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে আমিও অনেক ভয় পেয়েছিলাম।

আমি বুঝতে পারছি,আজ তোমারও ঠিক সেরকম ভয়ই হচ্ছে। কিন্তু আমি ও অন্যান্য শিশু সবাই তোমার পাশে আছি। আমরা এখানে অনেক গল্প করবো, খেলবো, মজা করে অনেক কিছু জানব। আর তুমি তোমার সব ভয়ের কথা আমাকে মন খুলে বলতে পারবে।" এরকম আশার কথা শুনে তুবার ভয় যেন এক নিমেশেই চলে গেল। তার কাছে মনে হলো, সে তার আপনজনের কাছেই রয়েছে।

কেস স্টাডি-২

শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে দেখলেন, লিবান চুপ করে বসে আছে। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করাতেই সে বলল যে তার মন খারাপ। কারণ সে দেখেছে মারুফের কাছে খুব সুন্দর একটা পেন্সিল বক্স আছে, কিন্তু ওর কাছে নেই। এ কথা শুনেই শিক্ষক হেসে দিয়ে বললেন, "ও এটার জন্য তোমার দু:খ হচ্ছে! আরে এটা কোন ব্যাপারই না। আমি যেদিন প্রথম স্কুলে যাই আমার তো কিছুই ছিলনা। তোমার তো তাও পেন্সিল আছে। এইটা নিয়ে কেউ মন খারাপ করে?"

সহায়ক তথ্য-৭	শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও ইতিবাচক মনোভাব

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- **ক.** শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়সমূহ কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- **খ.** শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- **গ.** পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়সমূহ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : মাইন্ড-ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্রদর্শন, আলোচনা, একাকী কাজ ও অন্যান্য।

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়

প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান ও আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রশিক্ষণ হতে পারে শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক বা শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। আবার প্রশিক্ষণের মেয়াদের ভিত্তিতেও প্রশিক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায় হিসেবে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর উপায়। পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একজন আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য এখানে পেশাগত উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পেশাগত উন্নয়নের উপায়:

সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থায় দ্রচত পরিবর্তনশীল পরিবেশের অঙ্গ সঙ্গতি সাধন করে চলার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ-শেখানোর ওপর বিশেষ গুরচত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশ,

জাতি ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন যেন শিশু কিশোর, তরুণদের আচার আচরণে প্রতিফলিত হতে পারে, দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেন দেশের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণের পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যাংকিং মেথড যেখানে শিক্ষক সকল জ্ঞানের আধার এবং তিনি শিক্ষার্তীদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে জ্ঞান বিতরণ করতেন যা এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে শিখতে চায়, যেভাবে শেখালে তাদের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে শিক্ষক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় এবং শিক্ষক হবেন সহায়তাকারী (Facilitator)। নতুন জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে পড়াতে হবে। তাই নবতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষকদের চিন্ড্র ও কর্মধারা পরিমার্জন করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে হবে। যেমন: প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নিয়মিত অধ্যয়ন, ইন্টারনেট ব্যবহার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি।

এখানে পেশাগত উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্ড়ারিত আলোচনা করা হলো:

পেশাগত প্রশিক্ষণ:

পেশাগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকতাপূর্ব শিক্ষণের ন্যায় শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা শিক্ষকদের জন্য আবশ্যক। শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন শিক্ষকই চলমান দুনিার নবতর চিন্ড্র ও কর্মধারার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সাম্প্রতিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন না। শিক্ষাবিদ মার্গারেট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সন্ড়ব্য করেন যে শিক্ষকদের অবিরাম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাঁর ভাষায় To keep abreast of a changing world…

প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশা নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন নিজেকে সজীব, প্রাণবন্ড় করে তুলতে পারে তেমনি নিজ পেশাকে যুযোগযোগী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করার অবকাশ পাবেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। পেশাগত উন্নয়নের জন্য ২ ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে, যেমন:-

- চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ এবং
- চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ:

চাকুরির প্রশিক্ষণ হল পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক পেশার মানুষের কিছু পেশাগত দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে যা তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। একইভাবে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের কিছু পেমাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তাঁর যে বিষয়ে গভীর জ্ঞান তাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই, তার থেকেও তা কীভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা অধিক গুরচত্বপূর্ণ। আবার জ্হান ছড়িয়ে দিলেই হবে না, যে বা যারা তা গ্রহণ করছে তা তার আদৌ গ্রহণ করতে পারছে কিনা, পারলেও কতটা গ্রহণ করতে পারছে ইত্যাদিও দেকার বিষয়। আর তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, োগ্যতা ও প্রয়োগিক জ্ঞান। শিক্ষকদের সে সকল দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রয়োগিক জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষক সুলভ আচরণ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নতমানের শিক্ষক-শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষক তথা টিচার এডুকেটর, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাদি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল, প্রযুক্তির ব্যবহার ও

কারিকুলামের সঙ্গে মেলবন্ধন, তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ তথা অনুশীলন, মূল্যায়ন এবং সর্বপরি শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মনোজগৎ তৈরির জন্য কাঠামোবদ্ধ বলয়ের মধ্যে প্রস্তুতির পূর্বই হল চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ।

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরচত্ব:

শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারেদ জন্যই চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথিমিক দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরচত্বসহ নিম্নে উলে-খ করা হলো:

শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, অভিভাবকদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, কী ধরনের পোশক পরিধান করতে হবে, সমাজে কী ধরনের আচরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ পূর্ব ধারণা লাভ করেন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষকতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ

যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রতী তাদের শিক্ষকতা পেশার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্মব্য, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকাজে শিক্ষকের ভূমিকা তথা শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয় শিক্ষকতাপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন

শিক্ষকের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু বুঝতে পারছেন, তাদের আচরণ কতটুকু ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, তাদের কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন, তাদের মনোজগতকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন ইত্যাদির ওপর। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচলণ অনুশীলন করা এবং শিখন প্রক্রিয়াকে সেইভাবে চালিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যেকানে মনোবিজ্হানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি ও পূনর্গঠনে ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে - শিশু, প্রেশণা, আবেগ, বুদ্ধমত্তা, মনঃস্ড়ত্ত্ব, মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদি। শিক্ষকতাকে যারা ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তারা চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কতগুলো উপাদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপাদান গুরো হলো- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়, পরিবেশ, পরিবার ইত্যাদি। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। শুধু একটি বা দুটি উপাদন দিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্ধেশ্য কী, শিক্ষার্থী কোন ধরনের পরিবার ও পরিবেশ থেকে এসেছে, বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ কী রকম ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি গুরচত্ব দিয়ে একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতি। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণকালীন তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বেই শিক্ষকতা পেশায় যোগাদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। যা পরবর্তীতে তার পেশার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস

বৃদ্ধি করবে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য যোগদানপূর্ব পাঠ পরিচালনা সংক্রান্ড় তক্ষতা অর্জন খুবই গুরচত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী একজন নবীন শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজেই বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিপাঠে মনোযেগী রাখরার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠকে আনন্দদায়ক করতে পারেন। পাঠের কার্ডকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষ শ্রেণিকক্ষে কুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শিখনফল অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন

শিক্ষকগণের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা এই দুটি গুণ খুব ভালোভাবে আয়ত্তে রাখতে হয়। এজন্য যারা শিক্ষকতাকে ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তাদের পূর্ব থেকেই নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হতে হবে। এবং চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার গুরচত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও জাতীয় দিবস উদযাপনে পারদর্শিতা অর্জন

বিদ্যালয়ের যেসব রচটিনমাফিক বা দৈনন্দিন কার্যাবলি রয়েছে সেগুলো পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী অর্জন করেন যা একজন নবীন শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস যেমন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে হয়। জাতীয় দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

বিদ্যালয়ের অনাকাঙিখত পরিবেশ মোকাবিলার প্রস্তুতি

শিক্ষকের যে কোন পরিবশে খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতি থাকতে হবে। তা নাহলে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম অনাকাঙ্খিত পরিবেশ মোকাবিলা করতে পারবেন না, ফলে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষককে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষক এই পদ্ধতি শুরচ করতে পারেন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice) এ সিমুলেশন পূর্ব প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় যা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ-

চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে যে প্রশিক্ষণ তাই চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ। চাকুরিতে যোগদানের পর পেশাগত বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন- বিষয়ভিত্তিক, পেডাগজি(Pedagogy) বিষয়ক, আইসিটি বিষয়ক, প্রশাসনিক, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে মূলত শিক্ষকগণকে যুগোপযোগী রাখার জন্য, নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষকে পরিচিত করার জন্য, শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতাসমূহ নতুন করে অর্জন করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন বিষয়বস্তুসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজন চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকের জন্য বিশেষ গুরচত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকেন এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্নহয়। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করতে সমর্থ্য হন এবং নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ

ও নিজের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে তাতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

- চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ
- নির্দিষ্ট বিষয় বা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- সব প্রশিক্ষণ সবার জন্য প্রয়োজ্য নয় (One shirt does not fit to all)

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বসমূহ সূচকরূপে পালনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি। পেশা সংশি-স্ট সকল নতুন পরিবর্তনের সাথে শিক্ষককে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নতুন চাহিদা পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে জানতে হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ।

- শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা;
- একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি বা অর্জন করা;
- শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি পূরণে সহায়কা করা;
- শিক্ষকগণের আচরণে পরিবর্তন সাধন করা;
- শিক্ষকগণের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা;
- পেশায় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি;
- সকল বিদ্যালয়ে একই মানের শিক্ষক তৈরি করা;
- Low-cost, No-cost উপকরণ তৈরির দক্ষতা অর্জন করা;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারা;
- শিক্ষকগণকে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ করা।

বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ হলো:

- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
- পেডাগজি প্রশিক্ষণ;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন প্রশিক্ষণ;
- সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রশিক্ষণ;
- একীভূত শিক্ষা বাস্ড়বায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- অটিজম শীর্ষক প্রশিক্ষণ;
- শিক্ষাক্রম বিস্ড়রণ প্রশিক্ষণ;
- জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ;
- এডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি।

শিক্ষকতা পেশার জন্য যেসব গুণ ও দক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় যেমন নেতৃত্বের গুণাবলি, আইসিটি দক্ষতা, পেডাগজি, আইসিটি ও পেডাগজির সমন্বয়, সৃজনশীল পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্যই মূলত খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ; খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, পেশাগত দায়িত্ববোধ বাড়ে, শিক্ষকদের পেশাগত যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে অগ্রগামী হন এবং সর্বেপরি গুণগত শিক্ষা বাস্ড়বায়নের পথ তৈরি হয়। শিক্ষকদের জন্য খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে স্বল্প সমব্যাপী। কারণ দীর্ঘ সময় কোন শিক্ষকের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত করে। এরফলে প্রশিক্ষণের মান ও হ্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষদের জন্য খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ সর্বনিম্ন ০৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৫ দিন হলো ভালো হয়।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যারয়ের (York University) Richard Garder প্রথম 1970 সালে Continuous Professional Development বা CPD শব্দটি ব্যবহার করেন। Chartered Institute of Personnel and development ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বা Continuous Professional Development কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে A combination of approaches, ideas and techniques tha twill help you manage your own learning and growth.

ইংল্যান্ড এর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠান TDA (Training and Development Agency for School) ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

‘Continuing professional development (CPD) consists of reflective ativity designed to improve and individuals attributes, knowledge, understanding and skills. It supports individual needs and improves professional practice.’

উপরোক্ত ধারণাগুলোর আলেচকে বলা যায় যে, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন হল এমন কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও ধারণার সমষ্টি যা ব্যক্তিকে কোন কিছু শিখতে সহায়তা করে ও এর মাধ্যমে তাঁর পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সাধিত হয়।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংক্রান্ড় যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলোকে আয়ত্তে রাখার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। অনুশীলনের মাধ্যমে এই কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কতগুলো প্রান্ড়িক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু একজন নিয়মিত শিক্ষকে তাঁর পূর্বে অর্জিত দক্ষতাকে সবসময় শাণিত রাখতে হয়। নিজেকে সবসময় যুগোপযোগী বা Up-to-Date রাখতে হয়। এর জন্য শিক্ষককে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মধ্যে থাকতে হয়। প্রতিণিয়ত নিজেকে নতুন সৃষ্ট জ্ঞান, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদির সাথে পরিচিত রাখতে হয়। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যা শিক্ষকের পেশাগত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রতিনিয়ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে শিক্ষককে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, পরিবর্তিত সমাজ, পরিবর্তিত চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন এর বৈশিষ্ট্য

- চাকুরিকালীন সময়ে এই উন্নয়ন সংগঠিত হয়;

- এই উন্নয়ন চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া;
- পূর্ব প্রশিক্ষণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে;
- One Size Doesn't fit to all নীতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা শিক্ষক কর্তৃক চলমান সময়ে প্রয়োগ করতে পারেন;
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে খুব সহজেই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা কমানো যায়;
- এটি নমনীয় প্রক্রিয়া। শিক্ষক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী সময়ে পেশাগত উন্নয়ন এর জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন;
- দ্রত ফিডব্যাক পাওয় যায়, তাই কাজের মধ্যেই ফিডব্যাকের আলোকে সিদ্ধান্ড় পরিবর্তনের সুযোগ থাকে ।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উপায়

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নতুন চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করাই হল ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন। নিম্নে British Council কর্তৃক প্রণীত ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি Framework প্রদান করা হলো:

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রথম ধাপ শিক্ষকে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা নিতে হবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর দুর্বলতা কোথয়, কোথায় আরো উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে, এগুলো শনাক্ত করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজনে অন্য শিক্ষকের কাছে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া যেতে পারে, অন্যকে নিজের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে অথবা অন্য শিক্ষকের শ্রেনি কার্যক্রম পরিদর্শন করে নিজের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যোতে পারে। এভাবে একজন শিক্ষক তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবেন।

দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক পরিকল্পনা করবেন। প্রথম ধাপে চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোর জন্য তার কী প্রয়োজন, কীভাবে কাঙ্খিত উন্নয়ন করা যায় ইত্যাদি পরিকল্পনা করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ হলো বাস্ড়বায়ন স্ড়র। পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন বাস্ড়বায়নের জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এই স্ড়রে শিক্ষক কোন প্রশিক্ষণ, উপকরণ বা ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। অথবা কোন ব্যক্তি বিষেষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উপায়ে কোন পরামর্শ বা দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। অথবা কোন উপকরণের সাহয্য নেওয়ার প্রয়োজন হলে ঐ উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। কখনও কখনও পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য তিনটি বিষয়েরই (প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিবিশেষের সহায়তা এব উপকরণ) প্রয়োজন হতে পারে।

বাস্ড়বায়ন স্ড়র সম্পন্ন হবার পর শিক্ষক তাঁর কর্মস্থলে তা প্রয়োগ করবেন। এবং নির্দিস্ট সময় পর পর নিজেকে যুযোগযোগী রাখার জন্য পুনলায় একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নিজেকে আরও দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন।

শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন বলতে তাঁর পেশা সংশি-ষ্ট বিষয়াবলি ও কার্যাবলির উন্নয়নকে বুঝায়। এই উন্নয়ন ধারাবাহিক ও প্রবাহমান প্রক্রিয়া। পেশাগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়। এখানে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ

পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পেশাহদ প্রশিক্ষণ দুই ধরণের। যথা:-১ দীর্ঘমেয়াদী ও ২ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে পরিচালতি বিএড ও এমএড হল দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ। বর্তমানে বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণ কোর্সে মেয়াদ এক বছর। শিক্ষকতা পেশার জন্য বিএড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, তারপর কেউ আগ্রহী হলে এমএড প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। বিএড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার যাবতীয় গুণাবালি অর্জন করা যায়।

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তি প্রশিক্ষণ, পাঠদান কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, একীভূত শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণের মধ্যে সময়োপযোগী দক্ষতার সন্নিবেশ ঘটে।

আত্মবিশে-ষণমূলক অনুশীলন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক আত্মবিশে-ষণ করবেন এবং এর ফলে প্রাপ্ত ত্রটিগুলো সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করবেন। শিক্ষক আত্মবিশে-ষণের জন্য নিজেকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন।

- আমি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করি?
- আমি কি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর চাহিদা, মেধা ও আগ্রহরে প্রতি সচেতন থাকি?
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আচরণ কি সমান থাকে?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার মনোভাব কি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ?
- শিক্ষার্থীর কাজের প্রশংসার প্রতি আমি কি সচেতন থাকি?
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য আমার প্রচেষ্টা রয়েছে কি?
- সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি বি সচেষ্ট?
- সহপাঠক্রমিক কাজ পরিচালনায় আমার কি কোন ভূমিকা আছে?
- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আমি কি সচেষ্ট?

কর্মসহায়ক গবেষণা

কর্মকে সহায়তা করার জন্য যে গবেষণা তাই কর্মসহায়ক গবেষণা। এটি শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি মাধ্যম হতে পালে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক কোন বহিরাগত পর্যবেক্ষক নন। বরং তিনি ঐ কাজের সাতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কর্ম পদ্ধতির উন্নতি করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই গবেষক। সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক বিদ্যালয়ে যেসব সমম্যার সম্মুখীন হন সেগুলো সমাধানে জন্য সমস্যা সংশি-ষ্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান ধুজে বের করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকারের পাশাপাশি শিক্ষকগণের বিশে-ষণাত্মক আচরণের বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উপযোগী নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের অবতারণ করতে সমর্থ হন, তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থী কতৃক মূল্যায়ন

বর্তমান আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পন্থয় শিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমান ধারয় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক কীভাবে পড়াবেন তার পরিবর্তে শিক্ষার্থী কীভাবে শিখতে চায় সেটাই মূখ্য বিষয়। এজন্য শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন গুরচত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের আরো উন্নতি করতে হবে, শিক্ষার্থীরা কী চাচ্ছে, কীভাবে চাচ্ছে, কতটুকু চাচ্ছে ইত্যাদি জানা শিক্ষকের জন্য জরচরী। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিকট তেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তিত, সংশোধিত ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থান করতে হবে।

সহকর্মীদের দ্বারা মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক গ্রহণ

বিদ্যালয়ের সহকর্মীগণ শিক্ষকগণের পারস্পরিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। সহকর্মীদের দ্বারা ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন। আবার অন্যের ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেখান থেকে ভালো দিকগুলো শনাক্ত করে তা নিজের ক্লাসে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

আত্মমূলক

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর নিজের কাজের বিশে-ষণের মাধ্যমে স্ব-মূল্যায়ন করা দরকার। এই কাজের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত তাঁর নিজের কাজের ভালো ও মন্দ দিক বিশে-ষণ করে ভালে কাজগুলোর অনুশীলন ও মন্দ কাজ পরিহারের অভ্যাস করবেন। এলফলে একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভালো শিক্ষকে পরিণত হবেন।

নিয়মিত অধ্যয়ন

পেশাগত উন্নয়নের জ্য প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রেণি পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি নানাধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা, ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পাড়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সময় অধ্যয়নে ব্যয় করলে ক্লাসের প্রস্তুতি যোমন যথাযথ হবে, তেমনি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপযোগী উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবেন। একজন শিক্ষক সারা জীবনের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য তাকে নানাধরনের বিষয় অধ্যয়ন করে জ্হান অর্জন করতে হয়।

নিয়মিত ইন্টারনেট ব্রাউজিং:

কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এখন শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে রয়েছে বিশাল তথ্যভান্ডার। ইন্টারনেট ববহার করে শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সামথ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্ড়রণ করার পাশাপাশি র্সবশেষ তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষক নিজেকে আপডেট রাখতে পারেন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরচত্ব

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Continuous Peofessional Development-CPD) যে কোন পেশার পূর্বশর্ত। বিরাজমান অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনই হলো উন্নয়ন। শিক্ষকতা পেশায় এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শিক্ষকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। একে আধুনিক ও সময়োগযোগী করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন তরান্বিত করা খুব জরচরি। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরচত্ব নিচে তুলে ধরা হলো।

- বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধিত হয়;
- বিষয়ভিত্তিক সর্বশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সাথে পরিচিতি ঘটে;
- নবতর প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্হান ও দক্ষতা অর্জন করা যায়;
- শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের সাতে পরিচিত হওয়া যায়;
- শিক্ষক সমাজের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়;
- প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষকগণের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ও সমাজে শিক্ষকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়; এবং
- অর্ত ও সময়ের বিবেচনায় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন শিক্ষকের জন্য সহায়ক।

শিক্ষার মত প্রশিক্ষণও জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষককে সব সময় আধুনিক ও পরিবর্তনশীল ধ্যান ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। যদিও বলা হয়ে থাকে Teachers, like poet are bom not made. তবে কথাটি সব সময়ের জন্য পুরোপুরি সত্য নয়। একজন অনুগত শিক্ষকের জন্যও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ একজন জন্মগত শিক্ষককে আরো যাগ্য, দক্ষ ও আধুনিক করে তোলে। পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ জন্যই বলা হয় জীবনের জন্য শিক্ষা এবং পেশার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ। Training is short term task oriented and targeted on achieving a change of attitude, skills and knowledge in a secifice area. It is usually job related. তবে শুধু প্রশিক্ষণ কর্মী উন্নয়ন নিশ্চিত করে না। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ কর্মী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দান করে। কর্মী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা এবং সাফল্য যাচায়ের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের আচরণ এব শিক্ষণ প্রক্রিয়া সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন শিক্ষক প্রশিক্ষক । অর্থাৎ পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষকের গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রশিক্ষক হলো সূচারচভাবে কর্মী উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। শিক্ষক প্রশিক্ষণে মাধ্যমে শিক্ষকগণের শুধুমাত্র কর্মসম্পাদনের দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জনই হয় না, একই সাথে ভবিষ্যতের কঠিনতর এবং ব্যপকতর কর্মসম্পাদনের এবং দায়িত্বভাবে প্রহণের সক্ষমতা অর্জিত হয়।

One gerat characteristic of effective teachers is tha t they creat a positive atmospher in their classrooms and schools.
(https://files.eric.ed.gov/fulltex/EJ815372pdf)

প্রশিক্ষণ সাধারণত কর্মীর বর্তমান দায়িত্ব সুচারচভাবে এবং কর্মসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদনের পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষা দেয়, আর কর্মীকে ভবিষ্যত দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা যোগায়। যিনি শিক্ষক হবেন তিনি শিক্ষকতা পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। তাহলে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগণ তাদের পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিনিয়ত নানামূখী কৌশল ব্যবহারে মাধ্যমে যে কার্যক্রম অনুশীলন করে থাকেন তাকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Contnuous Prefessional Development) বা CPD বলা হয়। নিম্নোক্ত কারণে পেশাগত উন্নয়ন দরকার-

- পেশাগত মনোভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়;
- আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব গঠিত হয়;
- শিক্ষা ও শিক্ষকতার গুণগত উন্নয়ন সাধিত হয়;
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন হয়;
- পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়;
- দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব তৈরি হয়;
- দেশপ্রেম জাগ্রত হয়;
- ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- কর্মীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা যায়;
- কর্মীর উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরি হয়;
- বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হয়;
- আত্মঃকর্মী সম্পর্কে উন্নয়ন ঘটে;
- যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ নিরসন সহজতর হয়;
- দলীয় কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়;
- সময় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- কর্মীর সংগঠনের প্রতি দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

প্রশিক্ষণের গুরচত্ব

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের সবল ও দুর্বর দিকগুলো শনাক্ত করতে পারেন;
- শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের আধুনিক কলাকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারবেন;
- সতীর্থ শিক্ষকগণের পাঠদান কলাকৌশলগুলো দেখে, গুনে, আয়ত্ত করে নিজেকে উন্নত করতে পারেন;
- অভিজ্ঞ ও দ্কষ সহযোগী শিক্ষকের পাঠদান দকত্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে;
- আত্মঃব্যক্তি যোগাযোগ দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনের অভ্যাস গড়ে উঠে;
- মুদ্রাদোষগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা পরিহারের সুযোগ ঘটে;
- ক্রমাগত আত্মমূল্যায়নের সৃষ্টি হয়;
- সর্বপরি নিজেকে একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত করার সুযোগ লাভ হয়।

পেশাগত উন্নয়ন বৃদ্ধির কৌশল

- ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ;
- পাঠ্যপুস্ড়ক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন;
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা গঠন;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়ঢাম বিতর্ক ও প্রদর্শনী আয়োজন এবং অংশগ্রহণ;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি নিয়মিত করা;
- বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্র ও সুযোগ পর্যালোচনা

যেভাবে করা যায়		বিদ্যমান সুযোগ	
▪ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা	:	বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বা Mentoring, চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পাক্ষিক সভা।	
▪ Face to face কর্মশালা	:	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।	
▪ Online communities	:	শিক্ষক সহায়ক নেটওয়ার্কিং (TSN)	
▪ পারস্পরিক সহায়তা	:	একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা	
▪ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা স্ব-শিখন	:		
▪ কার্যোপযোগী গবেষণা	:		
▪ সম্মিলিত গবেষণা	:	পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study)	
▪ কার্যক্রম পরিচালনা করা	:	শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনা	
▪ লিখন অনুশীলন	:		

সহায়ক তথ্য: ৮ শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ-

১. শিক্ষকতা পেশার মূলকাজ তথা দায়িত্ব ও কর্তব্যসমুহ শনাক্ত করতে পারবেন।
২. শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালনে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।
৩. শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : মাইন্ড-ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ড়

- পাঠ্যপুস্ড়কের বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন
- পাঠ্যসংশি-ষ্ট উপকরণ তৈরি
- পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে শ্রেণি পাঠ পরিচালনা
- শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা যাচাই করা
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

সমাজ-সম্পৃক্ততা বিষয়ক

- বিদ্যালয় এলাকার শিশু জরিপ
- নিয়মিত উঠান বৈঠক
- শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা সংক্রান্ড়

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন
- সাংস্কৃতিক কর্মকা" পরিচালনা

পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ড়

- পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা

বিদ্যালয়-পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান করা
- বিদ্যালয় আঙিনায় বনজ ও ফলদ উদ্ভিদ লাগানো
- শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখায় সহযোগিতা

সহায়ক তথ্য: ৯ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব কর্তব্য পালনে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

ক. বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিক্ষকতা পেশার মূলকাজে তথা দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালনে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বিশে-ষণ করতে পারবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রধান শিক্ষক স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন।
২. স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকম"লী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
৩. শিশুদের অভিভাবকবৃন্দকে তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।
৪. শিক্ষকম"লী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈনিক ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
৫. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং উহার আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন।
৬. বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অভিভাবক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৭. সহকারী শিক্ষকদের এক সঙ্গে অনধিক ৩ দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।
৮. সংশি-ষ্ট সকলকে সরকারি আদেশ ও আইন সম্পর্কে অবহিত করবেন।
৯. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন নিয়মিত প্রণয়নপূর্বক সংশি-ষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন।
১১. ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।
১২. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
১৪. শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন।
১৫. সরকার প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরবরাহকৃত দ্রব্য ও সাজ-সরঞ্জামাদি ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বিতরণ করবেন।
১৬. বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় আঙ্গিনা, উঠান এবং শৌচাগার ইত্যাদির তথা বিদ্যালয় পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন।
১৭. পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

১৮. সহকারী শিক্ষকদের এসিআর, ছুটি, বদলিসহ অন্যান্য আবেদনপত্র মন্ড়ব্য সহকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে প্রেরণ করবেন।

১৯. মাসে অন্ড়তপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ড়বলি বাস্ড়বায়ন করবেন।

একাডেমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২০. জাতীয় মানের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলামের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের কার্যকর নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

২২. শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা।

২৩. বিদ্যালয়ের এ্যাসেসমেন্ট ও ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা।

২৪. শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

২৫. শিক্ষার্থীদের উন্নতি অর্জন তরান্বিত করতে অভিভাবক ও কমিউনিটিকে জড়িত করা।

২৬. শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা প্রদানের জন্য রিসোর্স সরবরাহ নিশ্চিত করা।

তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা।

২৮. সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

২৯. নিয়মিত প্রতিদিন লিখিতভাবে অন্ড়ত দুই জন শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৩০. পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সহকারী শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করেছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৩১. সহকারী শিক্ষকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৩২. নিয়মিত পাক্ষিক সভায় সকল পর্যবেক্ষণ উত্থাপণ করে আলোচনা করবেন ও সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৩৩. বিদ্যালয় পাঠাগারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৪. সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

৩৫. স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল তৈরি করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করবেন।

৩৬. বিভিন্ন সময়ে সরকার/অধিদপ্তর/উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

ক্লাস্টার ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৭. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর দিন, তারিখ এবং বিষয় শিক্ষকদের যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সবরকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমনঃ বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

৩৮. প্রশিক্ষণের দিন প্রধান শিক্ষক নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

৩৯. প্রশিক্ষণের দিন সাধারণত শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪০. এসএমসি এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন নিশ্চিত করবেন।

৪১. এসএমসি-এর সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করবেন।

৪২. শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

৪৩. স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৪৪. পরিকল্পনায় যে বাজেট থাকবে তার কিয়দংশ অর্থায়নের জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৪৫. সঠিকভাবে খরচের ভাউচার তৈরি করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৪৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে খরচের বিবরণী তৈরি করবেন ও ভাউচারসহ উপজেলা অফিসে প্রেরণ করবেন।

৪৭. উলি-খিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবেন (সকল শিক্ষক একটি টিম হিসেবে কাজ করবে)।

সহায়ক তথ্য: ১০ পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরূত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরচত্ব উপলব্ধিপূর্বক করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রদর্শন, কেসস্টাডি, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর।

কেসস্টাডি-১

ভৈরব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জামান স্যার খুবই ভাল মনের একজন মানুষ। তিনি নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি কখনো কারো সাথে রাগ করেন না। স্কুলের সকল শিক্ষকের বিপদে তিনি এগিয়ে আসেন। স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের সাথেও জামান স্যারের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথেও তাঁর ভাল সম্পর্ক রয়েছে। উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জামান স্যারের শ্রেণি পাঠ পরিদর্শন করে পাঠ উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেন। জামান স্যার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার উপদেশমত পাঠের মান উন্নয়নের চেস্টা করেন।

আজ সকাল থেকেই জামান স্যারের শরীরটা ভাল না। কিন্তু তিনি স্কুলে না এসে থাকতে পারেন না। তাই যথা সময়ে তিনি স্কুলে উপস্থিত হলেন। প্রথম পিরিয়ডে পাঠদানকালে জামান স্যার মাথা ঘোওে পড়ে যান। সাথে সাথে সমগ্র বিদ্যালয়ে খবর ছড়িয়ে পরে। শিক্ষকগণ তাঁর সেবা শুশ্রূষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি স্কুল কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবগত করেন। সভাপতি মহোদয়ের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পাশে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব রমিজ আলী জামান স্যারকে হাস্পাতেলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান যে, তিনি উপজেলা সরকারি হাসপাতালে পৌছে যাবেন। রমিজ আলী যেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সভাপতি মহোদয় জামান স্যারের চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নেন।

এদিকে বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক সামছুন্নাহার স্বইচ্ছায় জামান স্যারের শ্রেণির ক্লাশগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নেন। অন্যান্য শিক্ষকগণও জামান স্যার সুস্থ্য না হওয়া পর্যন্ড় তাঁর শ্রেণির পাঠ পরিচালনার কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক জামান স্যারের শ্রেণির পাঠসমূহ অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ভাগ করে দেন।
জামান স্যার হাসপাতালে এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ডাক্তারগণের আন্ড়রিক সেবায় সুস্থ্য হয়ে বিদ্যালয়ে ফিরেন।

কেসস্টাডি-২
জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কামাল স্যার একজন বদরাগী মানুষ। তিনি বিদ্যালয়ের সবার সাথে রেগে কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের সাথেও সব সময় রেগে কথা বলেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই।প্রধান শিক্ষকের নিকট তিনি প্রায়ই বিভিন্ন অজুহাতে ছুটি নেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক নেই। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দেয়া পরামর্শসমূহ অনুযায়ী তিনি পাঠ উন্নয়েনের চেস্টা করেন না। তাঁর পাঠের সমালোচনা তিনি সহ্য করেন না। তাঁর মতে তিনিই এ বিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষক।

আজ সকালে বিদ্যালয়ে আসার পথে তিনি রাস্ড়ায় এক্সিডেন্ট করেন। এক্সিডেন্টের বিষয়টি তিনি মোবাইল ফোনে প্রধান শিক্ষককে জানান। প্রধান শিক্ষক কামাল স্যারের নিয়মিত অজুহাত ভেবে গুর"ত্ব দেন না। কামাল সাহেব নিজ দায়িত্বে হাসপাতালে পৌছেন। বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণও প্রধান শিক্ষকের মত কামাল সাহেবের নিয়মিত অজুহাত ভেবে কোন খোঁজ খবর নেন না। প্রধান শিক্ষক কামাল সাহেবের অনুপুস্থিতে কামাল সাহেবের নির্ধারিত শ্রেণি পাঠের জন্য অন্যান্য শিক্ষকগণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন শিক্ষক স্বেচ্ছায় তাঁর পাঠ নেয়ার আগ্রহ দেখায় না। তাই বিদ্যালয়ে পাঠদানে সমস্যা তৈরি হয়।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর নিয়মিয় একাডেমিক সুপারভিশনের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় পরিদর্শে আসেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে কামাল সাহেবকে অনুপস্থিত দেখতে পান। প্রধান শিক্ষকে কামাল সাহেবের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর এক্সিডেন্টের কথা বলেন। কিন্তু তারপরের খোঁজ জানেন না বলে জানান। তাই, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামাল সাহেবকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য পত্র দেন।

সহায়ক তথ্য: ১১ পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার চর্চা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পেশাগত দায়িত্বে অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখণ পরিবেশ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. পেশাগত দায়িত্বে **সহমর্মিতা** ও অন্তর্ভূক্তিমূলক **শিখণ পরিবেশ সম্পর্ক** ব্যাখ্যা করতে পারবে;
গ. **পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা** ও অন্তর্ভূক্তিমূলক **শিখণ পরিবেশ সৃষ্টি** করতে পারবেন।

কেসস্টাডি-১

শ্রেণীকক্ষ 'ক': হাতে পেনসিল ও সামনে অনুশীলন খাতা নিয়ে ডেস্কের পেছনে কাঠের বেঞ্চে চলি-শটি ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। শিক্ষক ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য বই হতে একটি গল্প হুবহু যেভাবে বইয়ে আছে বোর্ডে সেভাবে লিখছেন। শ্রেণীকক্ষের ডানদিকে ছেলেরা বসে রয়েছে, তারা শিক্ষক যা লিখছেন তা তাদের খাতায় তুলছে। ওদিকে মেয়েরা যারা শ্রেণী কক্ষের বামদিকে বসেছে তারা অপেক্ষা করছে কখন শিক্ষক সরে দাঁড়াবেন, তারপর তারা লিখবে। শিক্ষক লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করেন, আমি যা লিখছি তোমরা তা খাতায় তুলছ তো । সবাই উত্তর দেয় 'জি' স্যার।

শ্রেণীকক্ষ 'খ': বৃত্তাকারে দুই দল শিশু শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে দু'জাযগায বসে রয়েছে। দুটো দলেই ছেলে ও মেয়ে উভয়েই আছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক ছেলেমেয়েদের আকার বা আয়তন বোঝাচ্ছেন। একটি দলে ছেলেমেয়েরা বৃত্ত নিয়ে কথা বলছে। শিক্ষক তাদের সবাইকে গোলাকার কিছু জিনিস দেখান যা শিশুরা তাদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে। তারা গোলাকার জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং সবাই মিলে অন্যান্য গোলাকার বস্তুর একটি তালিকা তৈরী করে। অপর দলে কিছু শিক্ষার্থী খবরের কাগজ গোল করে মুড়ে একটি লম্বা কাগজের লাঠির মত তৈরী করে। শিক্ষক একটি নম্বর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরের একজন শিক্ষার্থী তার হাতের কাগজের লাঠিটা মেঝের ঠিক মাঝখানে রাখে। যাতে পর্যায়ক্রমে কাগজের লাঠি দিয়ে একটি চতুর্ভূজ তৈরী করা যায় ।

শ্রবণ সমস্যাযুক্ত একটি শিশু তার লাঠির সাথে জুড়ে দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরী করে তারপর শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে হাসে। শিক্ষকও তার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং বলে খুব সুন্দর হয়েছে। কথাটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যাতে শিশুটি তার ঠোঁটের নড়াচড়া পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। একজন অভিভাবক যিনি এই শ্রেণীকক্ষের একজন সহায়তাকারী হিসেবে সপ্তাহখানেক ধরে কাজ করছেন তিনি শিশুটির পিঠ চাপড়ে দিলেন তারপর অন্য আর একজন শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার কাজে লেগে গেলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার কাগজের লাঠি কোথায় রাখলে অন্য একটি আকার তৈরী করতে পারবে।

এখন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

- এ উভয় শ্রেণিকক্ষের কোনটিকে আপনি একীভূত বা শিখন বান্ধব শ্রেণিকক্ষ বা অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ হিসেবে মনে করেন?

- কোন কোন কারণে এটি একীভূত বা অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন বান্ধব? আপনার ধারণাগুলো লিখুন এবং দেখান।

আপনার তালিকাটি আপনার আরেকজন সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এর মধ্যে কোনগুলো একই রকমের উত্তর ? কোনগুলো আলাদা ? আপনাদের উত্তর নানা ধরনের হতে পারে।

আপনার উত্তর হতে পারে শিক্ষার্থীদের বসার ধরন নিয়ে। বা ব্যবহৃত শিক্ষাউপকরণ, শ্রেণীকক্ষে কারা কারা ছিলেন এবং কিভাবে একে অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া হচ্ছে।, এসব বিষয়ে। তবে দুটো শ্রেণীকক্ষেই ঙদুধরনের শিখন পরিবেশ ছিল, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যা। এটা কি ধরনের শিখন পরিবেশ। নিচের ছকে একটি সাধারণ শ্রেণীকক্ষ ও একটি একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো। আপনি হয়তো আরো অনেক কিছু চিন্তা করতে পারেন বিশেষ করে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তারা যাতে তাদের সাধ্যনুযায়ী শিখতে পারে সেজন্য আমাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে।

একীভূত শিক্ষা বা অন্তর্ভূক্তিমূলক শিখন পরিবেশ:

সকল শিশুর শিখন চাহিদা পূরণের একটি টেকসই মাধ্যম হলো একীভূত শিক্ষা। একীভূত শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রীক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেকেই একীভূত শিক্ষাকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের একটি পদ্ধতি বা উপায় মনে করে থাকেন। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে একীভূত শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা দর্শন যার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যদল নেই। যে কোনো শিশুই শিক্ষাব্যবস্থার যে কোনো প্রেক্ষিতে (যেমনঃ ভর্তি, অংশগ্রহণ, অর্জন ইত্যাদি) বৈষম্যের স্বীকার হলেই তারা একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইউনেস্কোর (২০০৯) নির্দেশনা অনুযায়ী একীভূত শিক্ষা হলো,

একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হলো সকল বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে সকলের জন্যে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করে যেখানে বৈচিত্র/ভিন্নতা,ভিন্ন চাহিদা ও সামর্থ্য এবং শিক্ষার্থী ও সমাজের শিখন প্রত্যাশাকে সম্মান দেখানো হয়।

একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রতিক্রিয়া

একীভূত শিক্ষা সর্বদা লিঙ্গ সংবেদনশীল, শিখনের ক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলেদের সমান অংশগ্রহণের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে ছেল-মেয়ে উভয়কেই সক্রিভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহনের সুযোগ এবং সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারছেন কিনা তা নিয়ে শিক্ষকদের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত।

একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন প্রতিটি সাধারণ শিশুই তার বাড়ির পাশে অবস্থিত স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। একীভূত শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে সাথে বিদ্যালয়ে বা বর্তমানে বিদ্যালয়ের বাইরে সংগ্রামরত অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে। এই শিশুরা ক্লাসের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলেছে এটি তাদের মাতৃভাষা নাও হতে পারে বা তারা অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, রাস্তায় জীবনযাপন করতে পারে, বাল্য বিবাহ হয়েছে বা স্কুলে ভাল ফলাফল না করায় ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকতে পারে। একীভূত শিক্ষা ছেলে এবং মেয়েরা যাতে ভাল মানের শিক্ষা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করার দিকেও মনোনিবেশ করে। এই অর্থ বিবেচনায় একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল হলো সাধারণ শিশুরা। তবে সাধারণ শিশুরা যেহেতু অনায়াসে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ মরে বাধাহীনভাবে শ্রেণির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে সে কারণে একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল হিসেবে যে শিশুরা বারবার আলোচনায় আসে তারা হলোঃ ঝুকিগ্রস্ড় শিশু, নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু, শারীরিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশু, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু এবং শিখন সামর্থ্যের ভিন্নতার ভিত্তিতে অতি অগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শিশু।

- ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু
- নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু
- অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু
- শারীরিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশু
- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু
- বাক প্রতিবন্ধী শিশু
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু
- শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু
- অতি মেধাবী শিশু

	সাধারণ শ্রেণিকক্ষ	**একীভূত শিখনবান্ধব শ্রেণিকক্ষ**
সম্পর্ক	দূরত্ব(শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলেন)	বন্ধুসুলভ এবং উষ্ণ। শিক্ষক শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের পাশে গিয়ে কিংবা বসে হেসে হেসে কথা বলেন। অভিবাবক সহায়ক হয়ে এই শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকেও সাহায্য করেন।
শ্রেণিকক্ষে কে থাকে?	শিক্ষক এবং প্রায় সম-ক্ষমতা/দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা	শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষমতা/দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও একজন অভিবাবকসুলভ সাহায্যকারী

বসার ব্যবস্থা	সবার জন্য একই ধরণের বসার ব্যবস্থা অর্থাৎ সব শিক্ষার্থী সারিবদ্ধভাবে বেঞ্চ বা ডেস্কে বসে; মেয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে, অপরদিকে ছেলে শিক্ষার্থীরা	শারীরিক সুবিধা –অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আলাদা বসার ব্যবস্থা; ছেলে ও মেয়েরা একত্রে বৃত্তাকারে বা ইউ-আকৃতিতে মেঝেতে অথবা বেঞ্চ বা ডেস্কে একত্রে বসবে।
শিক্ষা উপকরণ	পাঠ্যবই, অনুশীলন খাতা,শিক্ষকের জন্য চকবোর্ড	বিষয়ভিত্তিক উপকরণ যেমন-অংক শেখার জন্য পাথরের টুকরো,সীমের বিচি বা ভাষা শিক্ষা ক্লাসের জন্য পোস্টার/পাপেট।

	সাধারণ শ্রেণিকক্ষ	**একীভূত শিখনবান্ধব শ্রেণিকক্ষ**
রিসোর্স বা সম্পদ	শিক্ষক কোনো বাড়তি উপকরণ ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীদের শেখান বা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।	শিক্ষক ক্লাসের অন্ততঃ একদিন আগে পরিকল্পনা করেন কিভাবে ক্লাস নিবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপকরণ/এইড নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন। এসব শিখন উপকরণ এর জন্য কোনো খরচ নেই বললেই চলে।
মূল্যায়ন	প্রমিত বা লিখিত পরীক্ষা	নির্ভরযোগ্য যাচাই, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে করা কাজের নমুনা যেমন-ড্রয়িং, অংক, লিখিত গল্প/ছরার পর্টফোলিও।

শিশুদের জন্য একীভূত, শিশুবান্ধব পরিবেশের উপকারীতা

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুরা অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তাদের আত্ম-মর্যাদা বোধ উন্নত হয। তারা নিজেদের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে থাকে। সে সঙ্গে তারা স্কুলের ভেতরে ও বাইরে নিজে নিজে শেখার যোগ্যতা অর্জন করে। তারা উপযুক্ত প্রশ্ন করতে শেখে, তারা যা শিখেছে তা দৈনন্দিন জীবনে যেমন- বাড়ীর বাইরে বা বাড়ীতে কাজে লাগাতে জানে। তারা শেখে, কিভাবে স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে হাশিখুশী ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা আচরণ করতে হয়। তারা বুঝতে পারে, ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন সহপাঠীদের সঙ্গে কিভাবে মিশতে হয় এবং কিভাবে তাদের সমস্যাকে মানিয়ে নিয়ে তাদের ভিন্ন ক্ষমতার প্রতি সংবেদনশীল হতে হয়। এ ধরনের পরিবেশে সব শিশুই একসঙ্গে শিক্ষালাভ করে এবং সহপাঠিদের প্রেক্ষাপট ও যোগ্যতা বা ক্ষমতা যাই হোক না কেন সবার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকে ।

শিশুরা এতে আরো সৃজনশীল হয়ে ওঠে যা তাদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধতর করে। তারা নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে ও প্রশংসা করতে শেখে। এবং সীমিত ক্ষমতা বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও তারা নিজেদের 'বিশেষ' বিবেচনা করতে শেখে।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্যে নিজেদের তৈরী করতে শেখে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার মাধ্যমে নিজের প্রতি আত্মমর্যাদা বোধও তাদের ফিরে আসে

বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষাঃ

একীভূত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বর্ণিত আইন ও বাংলাদেশ কর্তৃক করা অঙ্গীকারসমূহের আলোকে প্রণীত শিক্ষানীতি ২০১০ এবং এরই আলোকে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের কয়েকটি হলোঃ

- ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে সারাদেশে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- ঝরে পরা সমস্যার সমাধান করা।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া।
- মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা।
- পথশিশুসহ আর্থসামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।
- দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
- সব ধরণের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, শৌচাগার ব্যবহারসহ তাদের চলাচলের সুযোগ নিশ্চিত করা।
- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা।
- পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উলে-খযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো।
- ছেলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা।
- শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা।
- পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা।
- পাহাড়ি এলাকায় এবং দুরবর্তী ও প্রত্যন্ড় অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া।
- হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশকিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটিরদিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকা।

- শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা।

পেশাগত উন্নয়নে একীভূত শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ ও সহমর্মিতার সম্পর্ক:

পেশাগত উন্নয়নে একীভূত শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল শিক্ষক ও সকল শ্রেণি শিশুর নিজ নিজ অধিকার ও প্রাপ্য সঠিকভাবে পালন করলে সহমর্মিতার নিশ্চিত হবে।

পশাগত দায়িত্ব পালনে সহমর্মিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখণ পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ:

- **সকল শ্রেণি পেশার শিশুর বা মানুষের অধিকার সম্পর্কে জানা ও অধিকার প্রতিষ্টায় সচেষ্ট হওয়া**
- **ছেলে-মেয়ে শিশুকে মানব শিশু হিসেবে মেনে নেয়া**
- **বিদ্যালয়সহ পারিবারিক জীবনে বুলিং বন্ধ করা**
- **শিক্ষকগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা**
- **নিয়মিত স্টাফ মিটিং করা**
- **সহকর্মীগণের নিয়িমিত কুশলাদি জানা**
- **সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখ।**
-

সহায়ক তথ্য: ১২ পেশাগত দায়িত্ব পালনে সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building) এবং সম্পর্ক স্থাপন কৌশল **শিখনফল**

শিখনফল

ক. শিক্ষকতা পেশার বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন;
খ. পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষকতা পেশায় কাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
ঘ. শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের প্রয়োগ যৌক্তিকতা নিরূপণ করতে পারবেন;
ঙ. সহায়তাপ্রার্থীর সাথে সম্পর্কস্থাপন কৌশল ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : কেসস্ট্যাডি পর্যালোচনা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ।
কেসস্টাডি এর আলোকে শিক্ষকতা পেশার বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণ:

কেসস্টাডি (Case Study)

জনাব রমিজ উদ্দিন বাংলা বিষয়ে সম্মান ও এম এ ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে বিএড ও এমএড ডিগ্রিও অর্জন করেন। যোদানের পরপরই তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং বাংলা বিষয়ের বিষয়গত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সরকারি চাকুরির পূর্বে তিনি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়েও ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

তিনি তার বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের শ্রেণি উপযোগী যোগ্যতা পরিমাপ করে পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখা এবং পড়ে শেখায় অভ্যস্ত করে তোলায় নেতৃত্ব দেন। এ কাজে তার প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদেরও তিনি সহযোগিতা নেন। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী এখন প্রত্যেকেই যেন একজন স্বাধীন পাঠক। আনন্দের সাথে তারা বিদ্যালয়ে আসে, সকলে মিলে দলীয় কাজে অংশ নেয়, লাইব্রেরীতে গল্পের বই পড়ে। গল্পের সার কথা অলোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে এবং পারস্পরিকভাবে মতবিনিময় করে। অন্যান্য বিষয় পড়তেও তারা অনন্দে মেতে উঠে।

তিনি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী উন্নয়ন সংশি-ষ্ট সকল কাজ তিনি দায়িত্ববোধের সাথে করে থাকেন। রমিজ উদ্দিনের কাছে বিদ্যালয়ের সকল কাজ যেন পেশা ও নেশা, যেন মহা সেবার দায়িত্ব। কাজের জবাবদিহিতার কারণে তিনি এলাকার মানুষজনের কাছে অত্যন্ড় প্রিয় শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এভাবে গড়ে তোলার কারণে সকল শ্রেণিতে এসকল শিক্ষার্থীরা উপরের শ্রেণিতে অনেক ভাল রেজাল্ট করে। এলাকায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল পেশার মানুষ তৈরিতে বিদ্যালয়টির ভূমিকা তাপর্যপূর্ণ। এ কারণে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রয়েছে আলাদা মর্যাদা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেন তাদের বিশেষ কতগুলো মূল্যবোধের কারণে তারা অন্যদের থেকে আলাদা। প্রধান শিক্ষক শিক্ষকতা পেশার মান অনুযায়ী প্রত্যেকে তাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়নের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে। এ বিদ্যালয়টি ও শিক্ষকের রয়েছে আলাদা সামাজিক মর্যাদা।

অংশ খ ও গ : পেশাগত সম্পর্কের ধারণা এবং শিক্ষকতা পেশায় কাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হবে

পেশাগত সম্পর্ক (Rapport building): শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষার্থীর আচরণিক উন্নয়নে শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে যে অস্থায়ী সম্পর্ক তাকে এ পেশার পেশাগত সম্পর্ক বলে। শিক্ষার্থীর আচরণিক দিকের বিকাশে এই ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুসমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের কাছে সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা এবং মানসিক আশ্রয় প্রত্যাশা ও সাহায্য কামনা করে। এই প্রত্যাশায় সকলের মনেই স্বস্ড়ি ও

প্রশান্ড়ি নিহিত থাকে। এই স্বস্ড়ি ও প্রশান্ড়ি রক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গের সাথে পেশার মূল্যবোধ ও

নৈদিক মানদন্ড বজায় রেখে পেশাগত আচরণ করে। মূলতঃ এই পেশাগত আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ছক অনুযায়ী পেশাগত সম্পর্কের ব্যাখ্যা-

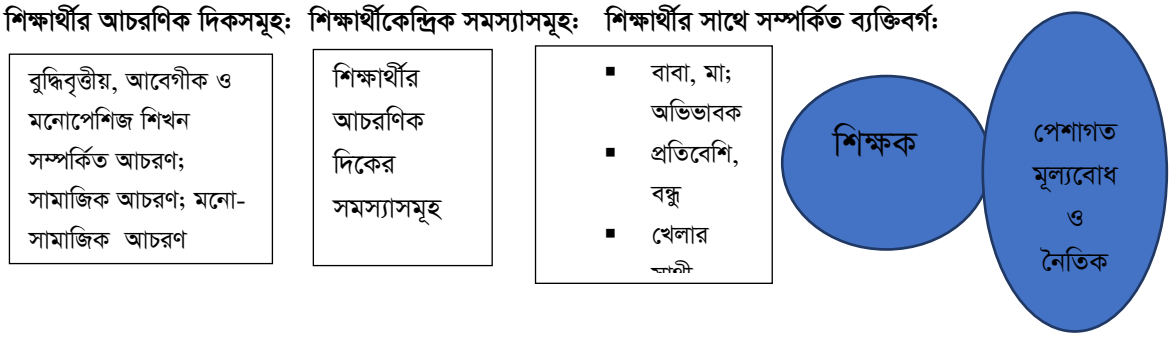

অংশ ঘ: শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের প্রয়োগ যৌক্তিকতা

প্রত্যেক পেশায়ই পেশাগত সম্পর্কস্থাপন অত্যন্ড় গুরচত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা পেশায়ও এই সম্পর্কস্থাপন অত্যন্ড় প্রয়োজনীয়। পেশাগত সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষার্থীর সকল আচরণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শুধূ বিদালয় পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সকল আচরণ বিকশিত হয় না। শিক্ষার্থীর আচরণ উন্নয়নে যেমন পরিবার, বিদ্যালয়, কমিউনিটিসহ সামাজিকীকরণের নানা উপাদান ও পরিবেশ জড়িত। শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ উন্নয়নে যেমন বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রেণির সাথী, খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী, বাবা, মা, অভিভাবক, প্রতিবেশি, উন্নয়ন কর্মী, অভিভাবক বা মা সমাবেশ, বিভিন্ন ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং প্রতিযোগিতা, এসএমনি প্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং এসব কর্মকান্ডে নানাভাবে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয় যা তাদের পেশাগত মূল্যবোধ ও পেশাগত নীতিমালা অনুসরণ করে সম্পর্কস্থাপন করতে হয়। পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের মধ্যদিয়ে পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথেএকটি দায়িত্ববন্ধনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি কওে যা টেকসই হয়। এই সম্পর্কের কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি সকল স্টেকহোল্ডার বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে আমরা অনুভূতি (we feeling) অনুভব করবে।

পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের প্রয়োগ যৌক্তিকতা

পেশাগত সম্পর্কস্থাপন শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ সম্পর্কিত নানামুখি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। শিক্ষার্থীর স্বীয় সমস্যা পারস্পরিকভাবে অনুধাবনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর আচরণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীর সমস্যার যথাস্ম্ভব উন্নততর সমাধানের উপায় নির্ধারণে সহজতর করে। শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা ও সমস্যা সম্পর্কিত ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা করা যায়। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণিক সমস্যার মূল কারণ সনাক্তকরণ করতে পারেন।

অংশ ঙ: শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্কস্থাপন কৌশল

শিক্ষকের রয়েছে কতগুলো পেশাগত মানদন্ড এবং মূল্যবোধ। যা পূর্বের অধিবেশনসমূহে জেনেছেন এবং অনুশীলন করেছেন। এই মানদন্ড ও মূল্যবোধের আলোকে প্রত্যেক শিক্ষক তাদের পেশাগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া শিক্ষক পেশাগত

দক্ষতা প্রয়োগ করে দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে সকল কর্মকান্ডে অঙ্গিকারাবদ্ধ হন। সুতরাং শিক্ষার্থীর আচরণিক বিকাশ ও উন্নয়নে শিক্ষককে সর্বদাই সম্পর্কস্থাপন করতে হয় এবং এই পেশাগত সম্পর্কস্থাপনে তাদেরকে কতগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশলগুলো হলো-

- বিদ্যালয়ে প্রথম দিনে শিক্ষার্থীকে সাদরে গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে পরিচিতি করানো;
- শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং নাম ধরে ডাকা;
- শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শখ এবং প্রত্যাশা জানা এবং প্রোফাইল রেকর্ডে সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর আচারণিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট পজেটিভ ধারণা দেয়া;
- শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট স্বাতন্ত্র ও অত্যন্ড় গুরচত্বপূর্ণ এই অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষক অত্যন্ড় সহজ এবং বন্ধু, নিরাপদ, ভয়হীন, পক্ষপাতহীন, সব কথা বলা যায় এমন আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের বক্তব্য, কোনো সমস্যা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রকাশ, সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল অনুভূতি প্রকাশ ও প্রয়োগ করা;
- শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের আচরণ বিষয়ে কোনো নিন্দাসূচক মন্ড়ব্য, বিচারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করা;
- শিক্ষকের সকল সহায়তার ক্ষেত্রে উদার ও আন্ড়রিকতার প্রকাশ থাকতে হবে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনের ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও সিদ্ধান্ড়ের রূপরেখা শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে চাইতে পারে সে ক্ষেত্রে কোনরূপ আদেশ সম্বলিত নির্দেশ প্রদান না করা;
- শিক্ষার্থীর অনেক নেতিবাচক আচরণ, সমস্যা এবং গোপনীয় তথ্য শিক্ষক জানতে পারেন যা কখনো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা;
- শিক্ষক সর্বদাই শিক্ষার্থীর মঙ্গল চান, সে পারবেই, সে যা হতে চায় তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা এবং উদ্বুদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থীর ভাল দিকগুলো শুনতে পাবে এমন পরিবারের সদস্যের সাথে সাক্ষাতে বলা;
- শ্রেণি কার্যক্রম শুরচ্চর পূর্বে শ্রেণিতে যাওয়া এবং শ্রেণি কার্যক্রম শেষে সকলের সাথে আগামী ক্লাশে দেখা হবে বলে বিদায় নেয়া;
- শিক্ষার্থী যাতে তার বিভিন্নমুখী অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে এমন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে নিশ্চয়তা বিধান করা;
- শিক্ষার্থীর আবেগ, অনুভূতি এবং সমস্যা প্রকাশের সময় শিক্ষকের আবেগ সংযত রাখা;
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর চমৎকার সম্পর্কের একটি গুরচত্বপূর্ণ কৌশল হলো পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে সর্বদাই তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ এবং বিশ্বাসস্থাপন করা;
- সমস্যাগ্রস্ড় শিক্ষার্থীর সাথে সর্বদাই যোগাযোগ রাখা। শিক্ষার্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও খেলাধুলায় শিক্ষকের অংশগ্রহণ;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং সর্বদাই হাসিমুখে পারস্পরিক আচরণ করা;

সহায়ক তথ্য: ১৩ জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ধারণা, গুরুত্ব ও করণীয়

জরুরি

শিখনফল:

ক. জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কারা ও ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

ঘ. জরুরি পরিস্থিতিতে কি কি উপায়ে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রদর্শন, কেস স্টাডি, দলীয় কাজ, পিপিটি, মার্কেট পে-স ও অন্যান্য

জরুরি পরিস্থিতির ভিডিও লিংক:

- ভূমিকম্প- https://youtu.be/vRENNTwAW6w
- বন্যা- https://youtu.be/sXBhfJCu3gQ
- দাবানল- https://youtu.be/_xdb2n3AE_A
- মহামারি- https://youtu.be/U_hkusYczC0

জরুরি অবস্থা হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতি যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা জীবন, সম্পত্তি বা পরিবেশের তাৎক্ষণিক ঝুঁকি সৃষ্ঠি করে। এমন জরুরি পরিস্থিতিকে ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য দ্রচত সরকারি/বেসরকারি, দেশী/বিদেশী কিংবা আন্ড়র্জাতিক সহায়তা অথবা হস্ড়ক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অনেক সময় ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়না। তখন শুধুমাত্র উপশমকারী পরিসেবা দেওয়া হয়। মূলত যেকোন দুর্যোগেই জরচরি অবস্থা/পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যে সকল কারণে জরচরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা নিম্নরূপ

১। পরিবেশ/প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ

ক) বন্যা পরিস্থিতি খ) জ্বলোচ্ছাস গ) ঘুর্ণিঝড় ঘ) ভূমিকম্প ঙ) দাবানল

২। মানব সৃষ্ট দুর্যোগঃ

ক) যুদ্ধ বহিরাক্রমন অভ্যন্ড়রীণ গোলযোগ খ) স্বাস্থ্য ঝুঁকি কখনো প্রাকৃতিকভাবেও আসতে পারে গ) স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমনঃ মহামারীর ন্যায় কলেরা, ইবোলা ভাইরাস, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য-২:

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের করণীয়:

করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব সারাবিশ্বে পারিবারিক জীবন তছনছ করে দিয়েছে। স্কুল বন্ধ বাড়িতে বসে অফিসের কাজ, শারীরিক দূরত্ব রক্ষা এমন অনেকগুলো নেতিবাচক বিষয় এখন অভিভাবকদের সামনে। এ অবস্হায় ইউনিসেফের গে-াবাল চিফ অব এডুকেশন রবার্ট জেনকিন্স বাড়িতে থাকা শিশুদের লেখাপড়ার সাথে সংযুক্ত রাখতে পাঁচটি পরামর্শ দিয়েছেন।

১। আলোচনা করে লেখাপড়ার সূচি পরিকল্পনা করা-

অনলাইন, টেলিভিশন ও রেডিও তে বয়সভিত্তিক যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চলেছে, সেগুলো অনুসরণকরতে লেখাপড়ার একটি সূচি বা রচটিন তৈরির চেষ্টা করচন।

২। খোলামেলা আলোচনা করচন-

শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করচন পাশাপাশি আপনার কাছে অনুভূতি প্রকাশে তাদের উৎসাহিত করচন মনে রাখবেন, মানসিক চাপ অনুভব করলে শিশু ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। তাই শান্ড় থাকুন এবং তাদের বোঝার চেষ্টা করচন।

৩। প্রয়োজনীয় সময় নিন-

বাড়িতে শিশুর লেখাপড়া শুরচ করচন সংক্ষিপ্ত সেশন দিয়ে। পরে আস্ড়ে আস্ড়ে বড় সেশনে প্রবেশ করচন, আপনার যদি ৩০ মিনিট অথবা ৪০ মিনিটের সেশন করার লক্ষ্য থাকে, তবে ১০ মিনিটের সেশন দিয়ে শুরচ করে সেখান থেকে বড় সেশনের জন্য প্রস্তুত করচন।

৪। অনলাইনে শিশুর সুরক্ষা

শিশুদের লেখাপড়ায় রাখা, খেলায় অংশগ্রহন ও বন্ধুদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রক্ষায় ডিজিটাল প-াটফম আমাদের একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যেমন: জুমে আলোচনা, গুগল মিটে পড়ানো

৫। শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন

শিশুর শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা, স্কুলের বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তি, কোনো বিষয়ে জানার প্রয়োজন পড়লে অথবা বিভিন্ন নিদের্শনা জানতে স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রাখবেন তা খুঁজে বের করচন। বাড়িতে থেকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মা-বাবা অথবা অভিভাবক গ্রহণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ভালো সমাধান হতে পারে।

কেস স্টাডি-১

বিদ্যালয়ের সাথে সংশি-ষ্টগণের ভূমিকা

আশোয়া শরীফ জুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে ১০ কিলোমিটার এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার হতে ০৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি নদীর পাড়ে হওয়ায় সামান্য বর্ষায় জলমগ্ন ও বন্যার পানিতে বিদ্যালয়ের মাঠ ডুবে গিয়ে শিক্ষার্থী/শিক্ষকগণের যাতায়াত এবং পাঠদান ব্যাহত করে। উলে-খ্য বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নদীর ওপার হতে বিদ্যালয়ে আসে। তাই ক্ষুদ্র মেরামতের অর্থ দিয়ে এসএমসি ও পিটিএ কমিটির সহায়তায় এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশনায় সহকারী শিক্ষকগণকে সাথে নিয়ে প্রধান শিক্ষক মাঠটিকে মাটি দ্বারা ভরাট করার চেষ্টা করেন। এমনিতে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চশিক্ষিত ও আন্ড়রিক। পেয়েছেন উপজেলা রিসোর্স সেন্টার হতে স্বল্পমেয়াদি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। একাডেমিক বিষয়ে দক্ষ ইউআরসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ (ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর) এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট হতে পাঠ পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশনা বাস্ড়বায়ন করে গত কয়েকবছরে বিদ্যালয়টি ক্লাস্টার পর্যায়ে একটি বিশেষ জায়গা দখল করতে সমর্থ হয়েছে। ২০২০ সালে বিদ্যালয়টি পড়ে বিপর্যয়ের মুখে। হঠাৎ করে জ্বলোচ্ছাসে ও বন্যার পানিতে প-াবিত হয়ে বিদ্যালয়ের চতুর্পার্শ্ব প্রায় ১ মাস জলমগ্ন থাকে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারছিলনা। প্রধান শিক্ষক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কারণ বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে পারেনি। সামনে ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা। এ সময় প্রধান শিক্ষককে মোবাইলে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপপরিচালক। নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা দূও করা হয়। ০৪ বছর আগে নিয়োগ প্রাপ্ত এ বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক পিটিআই হতে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট ও ইন্সট্রাক্টর ইউআরসি প্রাপ্ত পাঠদান কৌশল সুচারচরূপে ব্যবহারের জন্য মনিটরিং ও মেন্টরিং বাড়িয়ে দিলেন ইউইও, এইউইও, ইন্সট্রাক্টর, সহকারী ইন্সট্রাক্টর। ফলাফল সমাপনী পরীক্ষায় ক্লাস্টার পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি।

তথ্যসূত্র/সহায়ক গ্রন্থঃ